

শেয়াল-দেতা

## বহুশ্রী

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

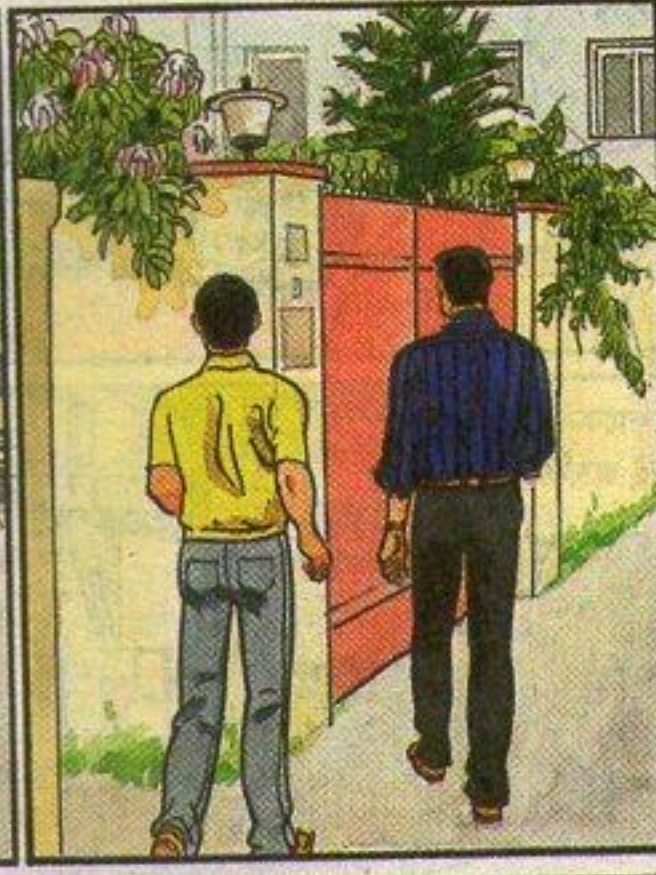
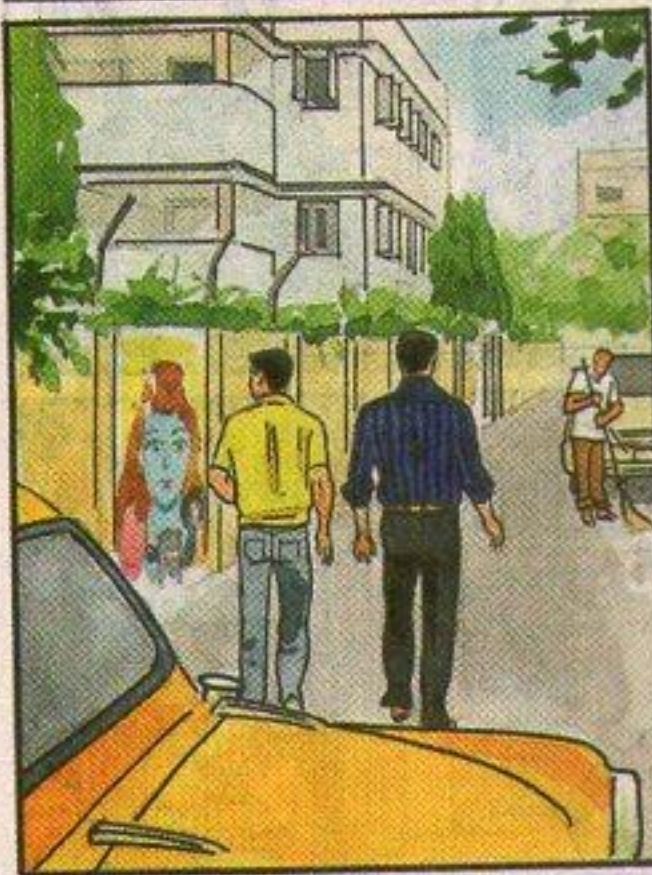
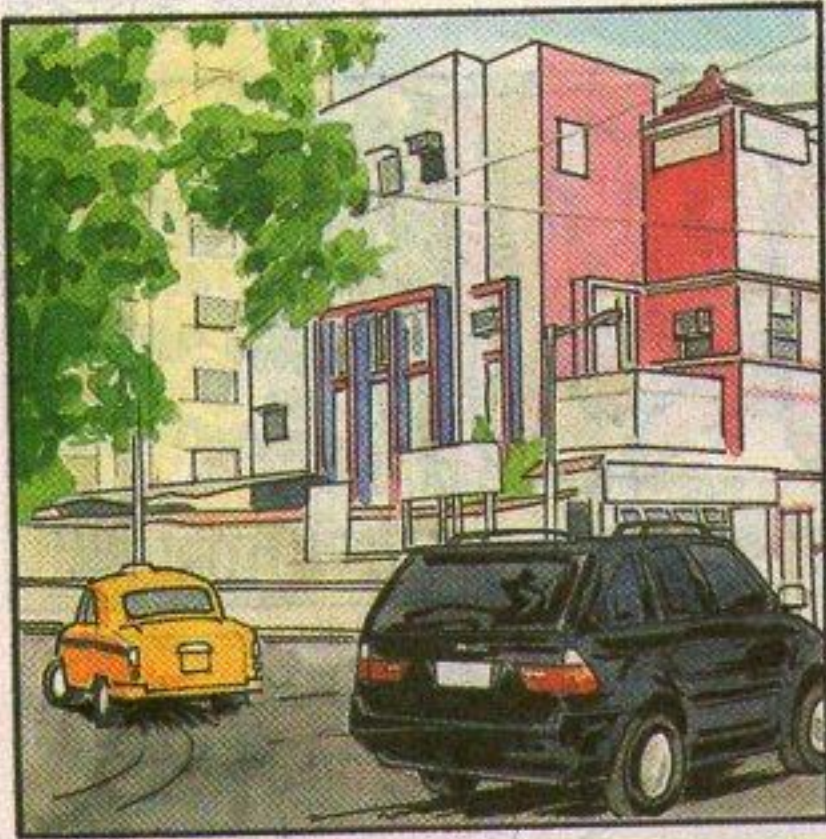
কী দরকার বলেনি?

না, সেটা ফোনে বলতে চায়  
না। তবে গলা শুনে মনে হল  
ঘাবড়েছে।ভদ্রলোকের ব্যাপারে  
কিছুই জানো না...?

টান্সি!

ভদ্রলোক পান খান, বোধ হয় কানে একটু কম  
শোনেন। 'ইয়ে' শব্দটা বেশি ব্যবহার করেন। আর  
অল্প সর্দিতে ভুগছেন...। রোল্যান্ড রোডে থাকেন...।



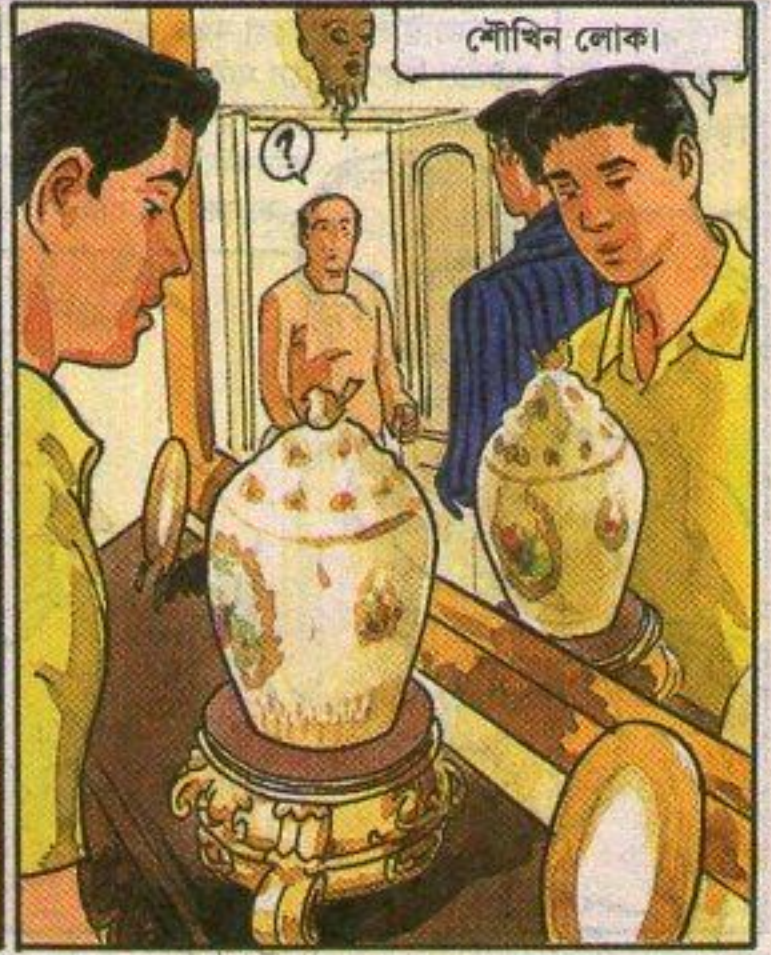




আপনারা বসুন!

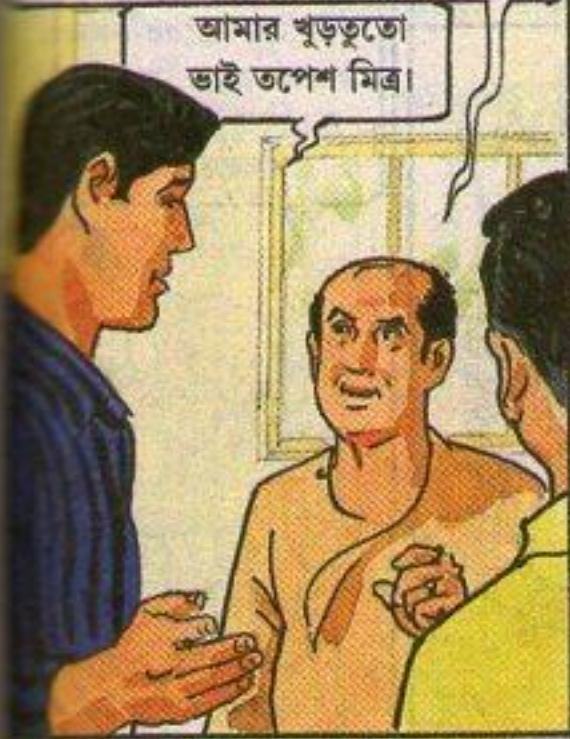


শৌখিন লোক।



আপনি এত ইয়ং সেটা জানা ছিল না।

আমার খুঁড়তুতো  
ভাই তপেশ মিত্র।



বসুন, আপনারা কিছু  
খাবেন-টাবেন? চা, কফি?



নাঃ। এই সবে  
চা খেয়ে  
বেরিয়েছি।



বেশ, তা হলে আর সময়  
নষ্ট না করে কেন  
ডেকেছি সেটাই বলি।



তবে তার আগে আমার পারিচয়টা একটু দিই। বুঝতেই পারছেন,  
আমি একজন শৌখিন লোক। পয়সাকড়িও আছে সেটা নিশ্চয়ই অনুমান  
করেছেন। তবে বললে বিশ্বাস করবেন না, আমি চাকরিও করি না।  
ব্যবসাও করি না বা বাপের সম্পত্তিও এক পয়সা পাইনি।



আজ্ঞে?



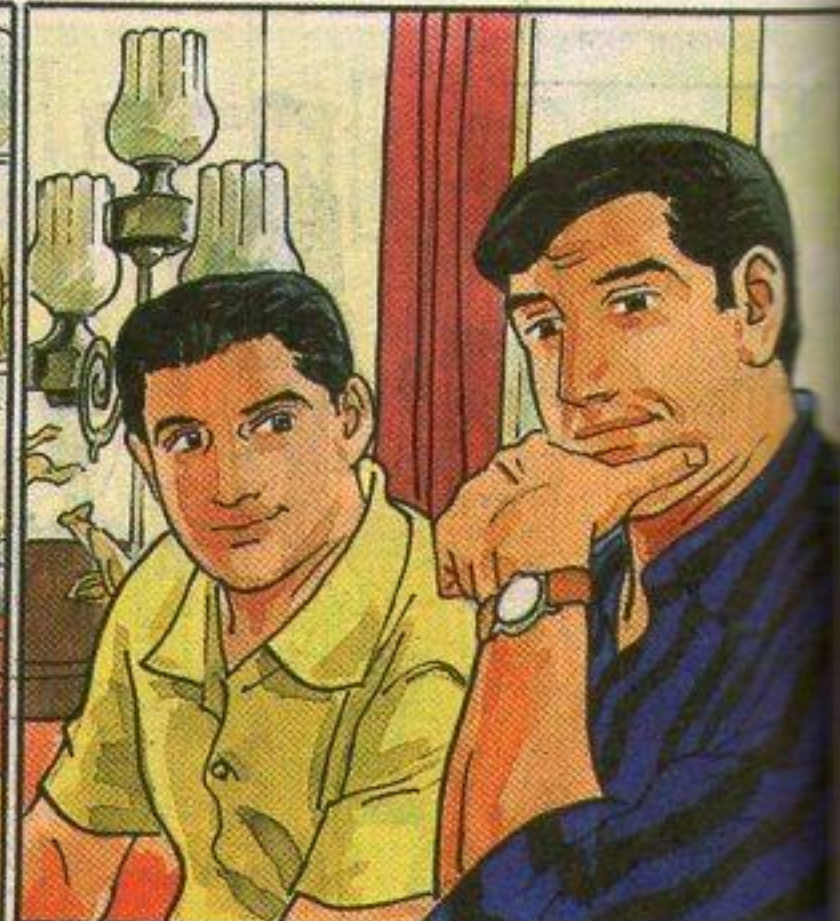
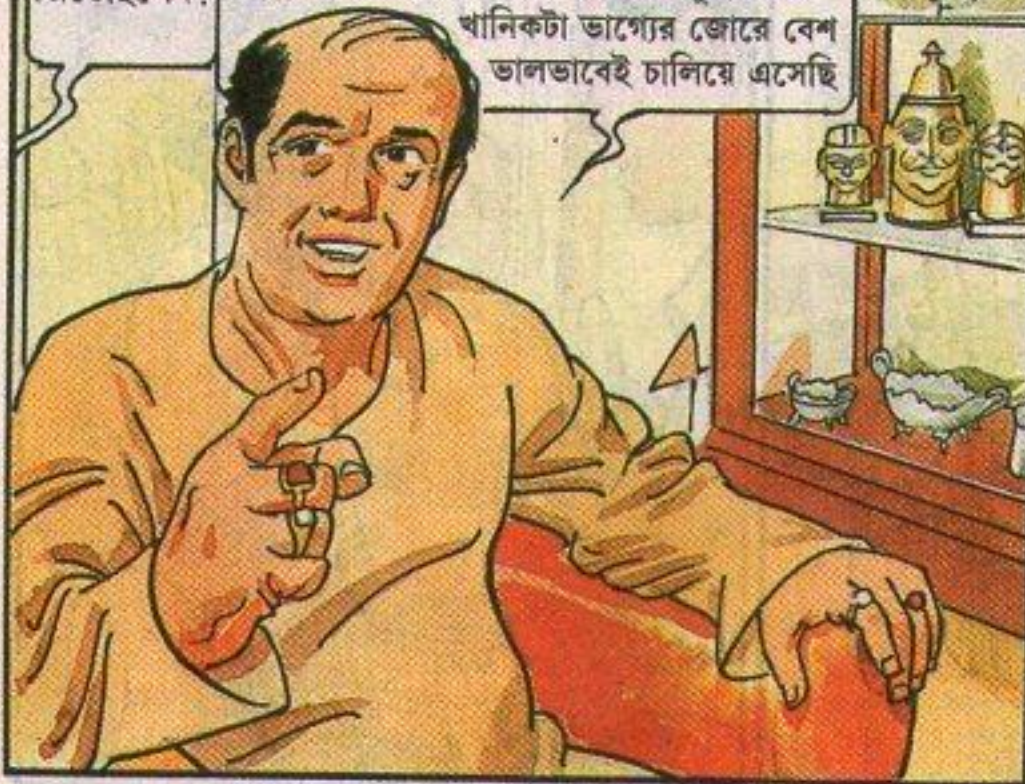
তা হলে কি লটারি?





...কখনও  
লটারি-টটারি  
জিতেছিলেন?

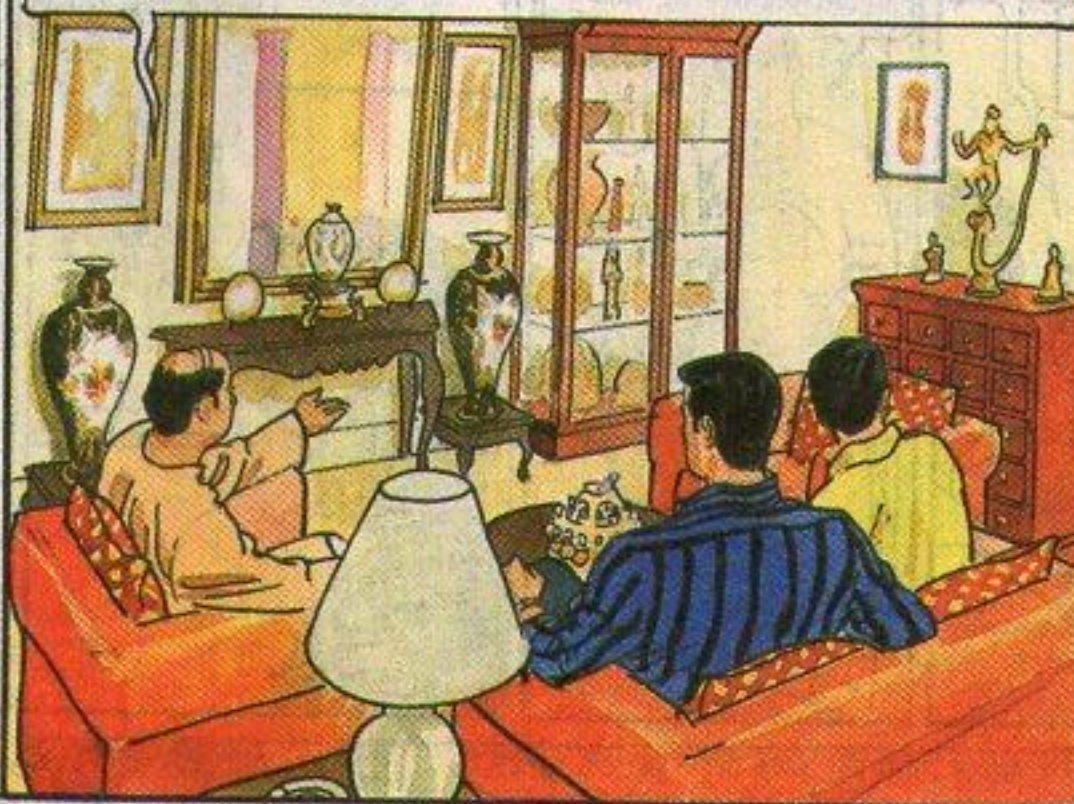
এগজ্যাক্টলি! এগারো বছর আগে 'রেঞ্জার্স  
লটারি' জিতে পেয়ে যাই পঞ্চাশ লাখ টাকা।  
তারপর সেই টাকা দিয়ে খানিকটা বুদ্ধি আর  
খানিকটা ভাগ্যের জোরে বেশ  
ভালভাবেই চালিয়ে এসেছি



আপনি ভাবছেন এরকম  
অকেজোভাবে একটা  
মানুষ বেঁচে থাকে কী  
করে? কিন্তু আসলে  
একটা কাজ আমার  
আছে। একটাই কাজ...



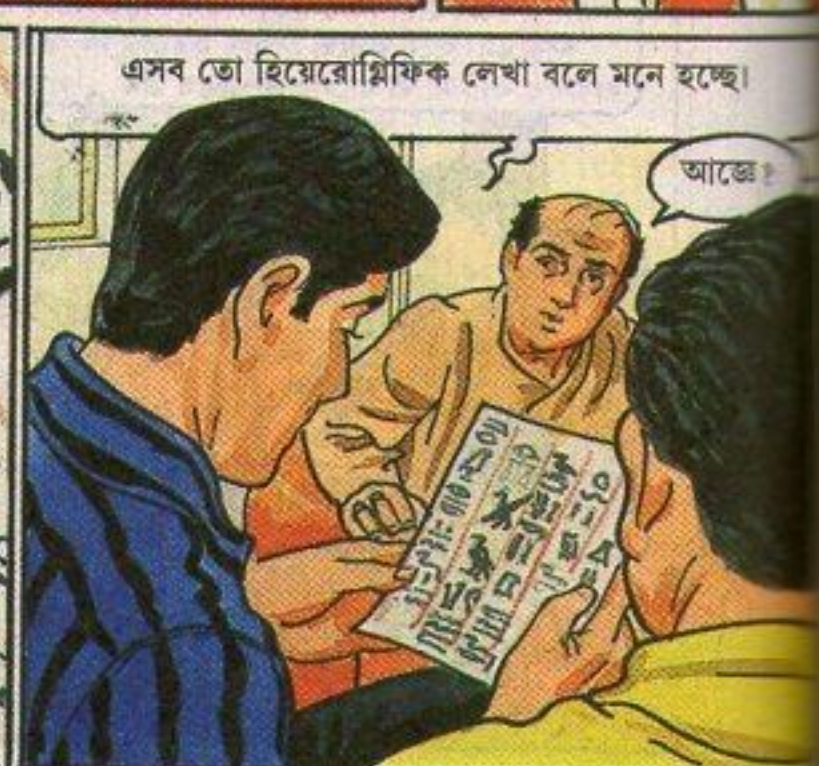
সেটা হল, অকশন থেকে এই সব জিনিসপত্র কিনে ঘর সাজানো।



যে ঘটনাটা ঘটেছে তার  
আমার এই সব আর্টিফিকি  
জিনিসপত্রের কোনও  
সম্পর্ক আছে কি না জানি  
না। কিন্তু সন্দেহ হয় যে  
ধাকতেও পারে।



এসব তো হিরোরোগ্রাফিক লেখা বলে মনে হচ্ছে।





শ্রীচীনকালে ইজিপ্সিয়ানরা যে লেখা বের করেছিল, এটা সেই জিনিস বলে মনে হচ্ছে।

তাই বুঝি?

হঁ। তবে এ লেখা পড়তে পারে এমন লোক কলকাতায় আছে কি না সন্দেহ।

তা হলে? এর মানে না করতে পারলে তো ভারী অস্বস্তিকর ব্যাপার হবে! ধরুন, যদি এগুলো সাংকেতিক হুমকি হয়, কেউ হয়তো আমাকে খুন করবে বলে শাসাচ্ছে!

আপনার এখানে ইজিপ্সিয়ান কিছু নেই?

দেখুন, আমার কোন জিনিস যে কোথাকার আমি নিজেই ভালভাবে জানি না। আমি কিনি, কারণ, আমার পয়সা আছে এবং আর পাঁচজন শৌখিন লোককে এসব কিনতে দেখেছি, তাই।

...কিন্তু এই সব জিনিসের মধ্যে একটিকেও তো খেলো বলে মনে হচ্ছে না। যারা শুধু এগুলো দেখবে, তারা তো আপনাকে রীতিমতো সমঝদার লোক বলে মনে করবে।

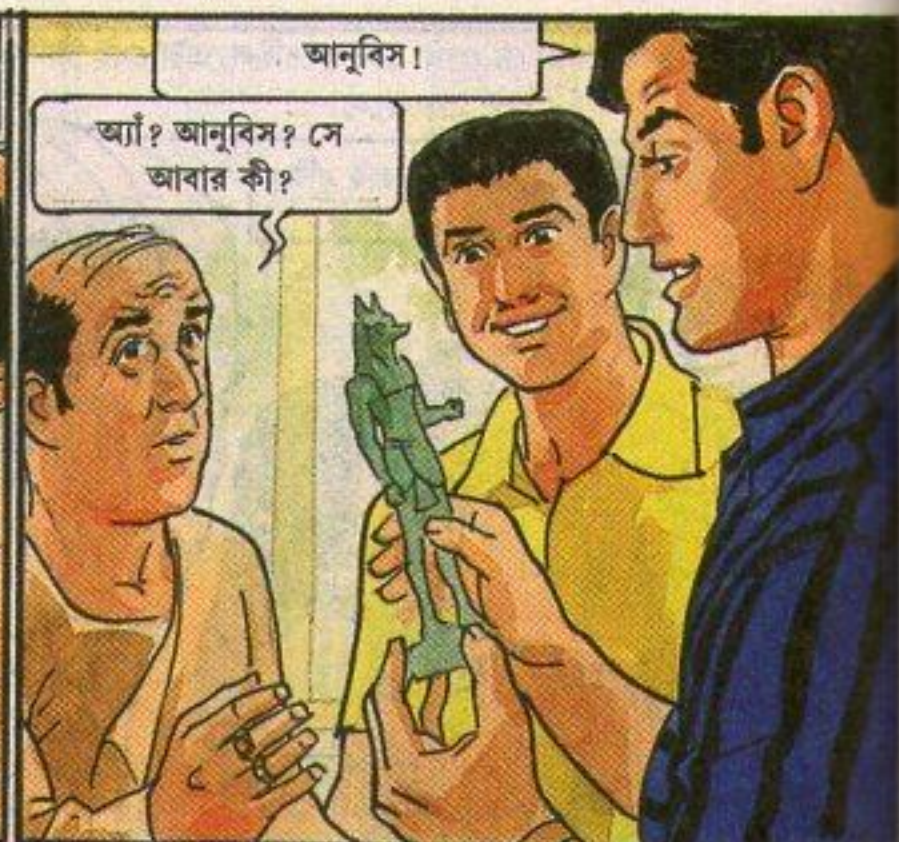
ওটা কী জানেন? এসব ব্যাপারে সচরাচর জিনিস ভাল হলেই তার দাম বেশি হয়। টাকা যখন আছে তখন সেরা জিনিসটা কিনব না কেন?

...অনেক ভারী-ভারী খদ্দেরের উপর টেক্ষা দিয়ে কিনেছি!



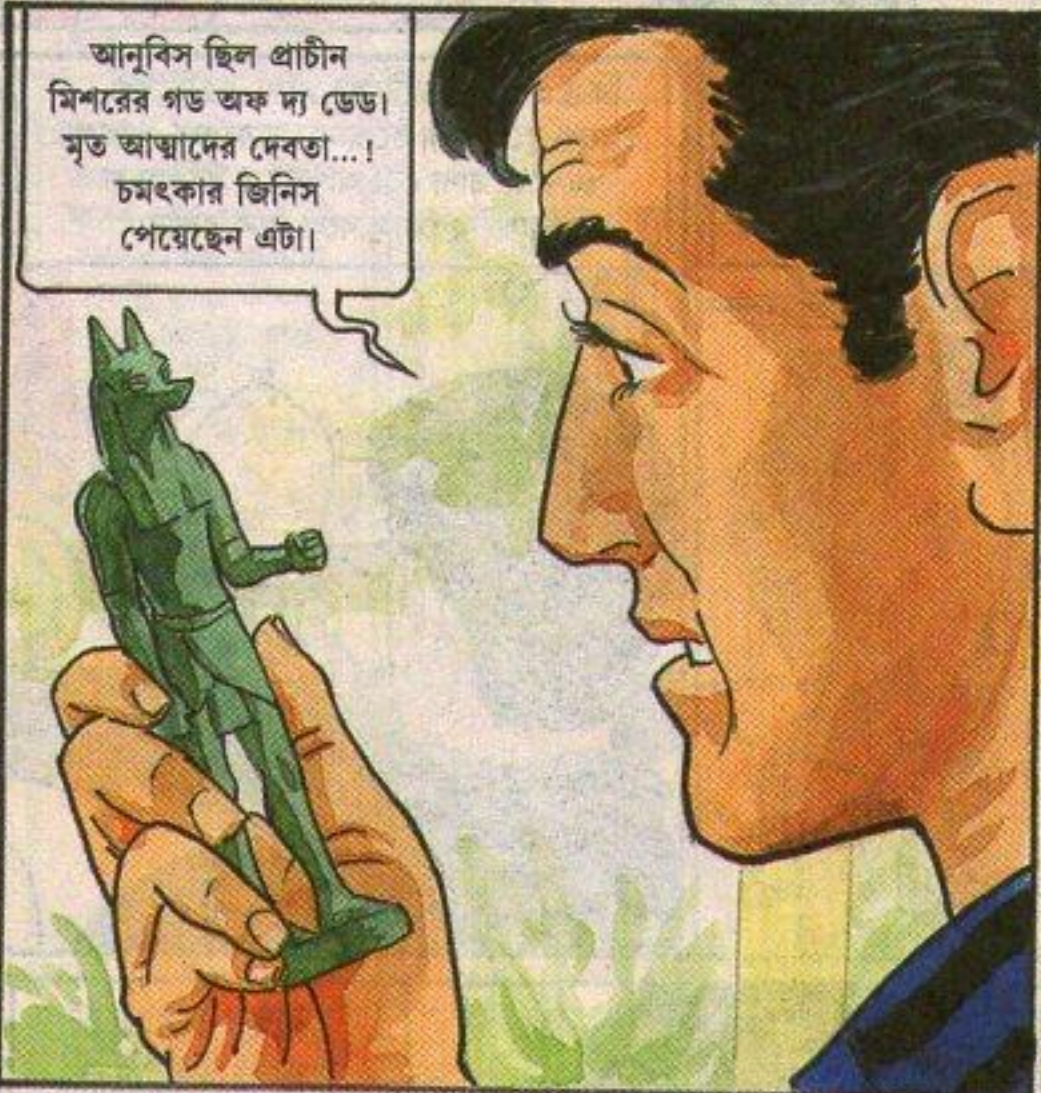


এটা দিনদশেক আগে কিনেছি  
অ্যারটুন ব্রাদার্সের একটা  
নিলাম থেকে।

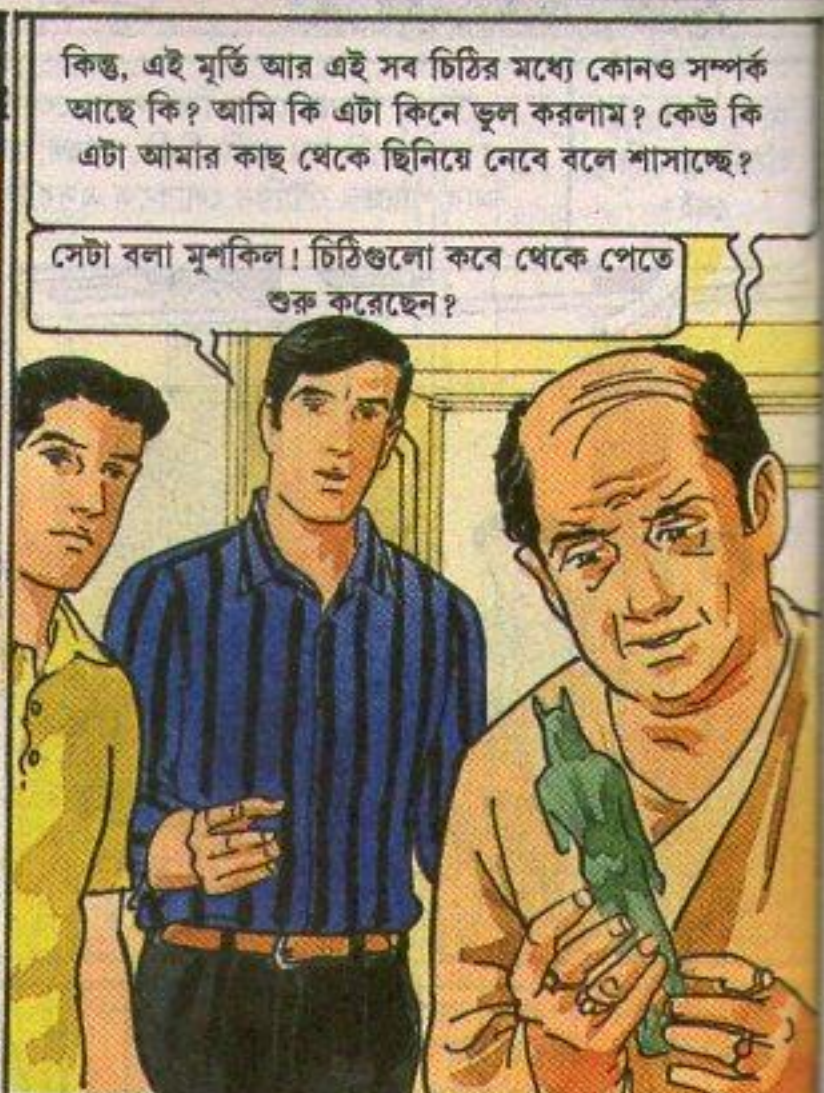


আনুবিস!

আঁ? আনুবিস? সে  
আবার কী?



আনুবিস ছিল প্রাচীন  
মিশরের গড অফ দ্য ডেড।  
মৃত আত্মাদের দেবতা...!  
চমৎকার জিনিস  
পেয়েছেন এটা।



কিন্তু, এই মূর্তি আর এই সব চিঠির মধ্যে কোনও সম্পর্ক  
আছে কি? আমি কি এটা কিনে ভুল করলাম? কেউ কি  
এটা আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে শাসাচ্ছে?

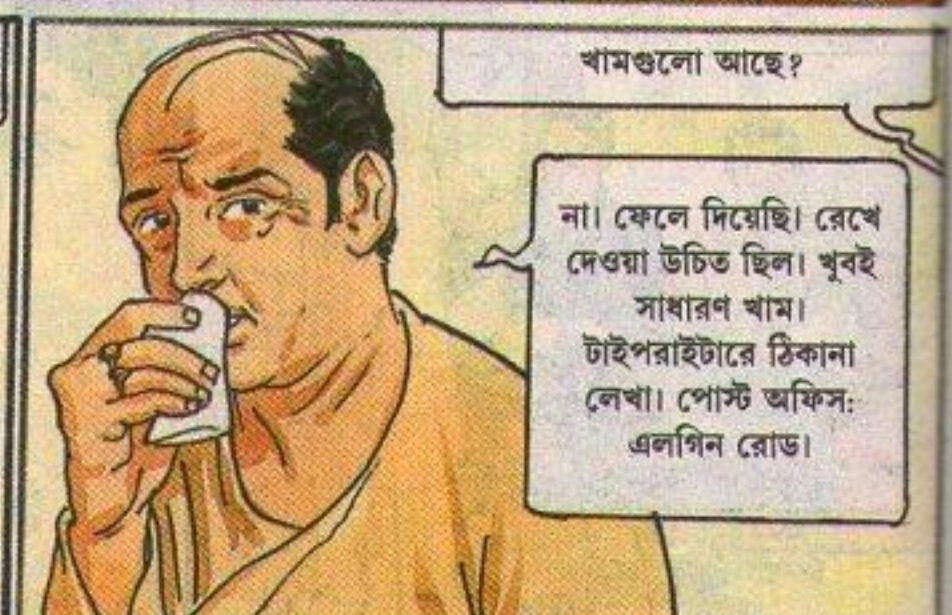
সেটা বলা মুশকিল! চিঠিগুলো কবে থেকে পেতে  
শুরু করেছেন?



গত সোমবার থেকে।

অর্থাৎ মূর্তিটা  
কেনার ঠিক  
পর থেকেই?

হ্যাঁ।



খামগুলো আছে?

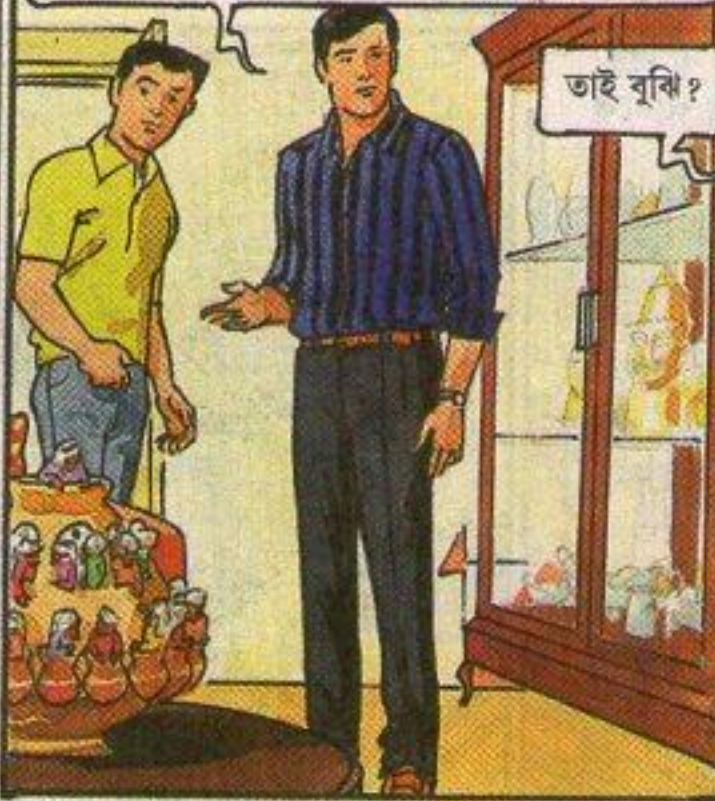
না। ফেলে দিয়েছি। রেখে  
দেওয়া উচিত ছিল। খুবই  
সাধারণ খাম।  
টাইপরাইটারে ঠিকানা  
লেখা। পোস্ট অফিস:  
এলগিন রোড।



আপাতত কিছু করার নেই। সেফসাইডে  
ধাকার জন্য মূর্তিটাকে আপনার হাতের  
কাছে রাখবেন। চিঠিগুলো  
হিয়েরোগ্লিফিকে লেখা, আর মূর্তিটা  
কেনার পর থেকেই পাচ্ছেন। কোনও  
কানেকশন থাকলেও থাকতে পারে।

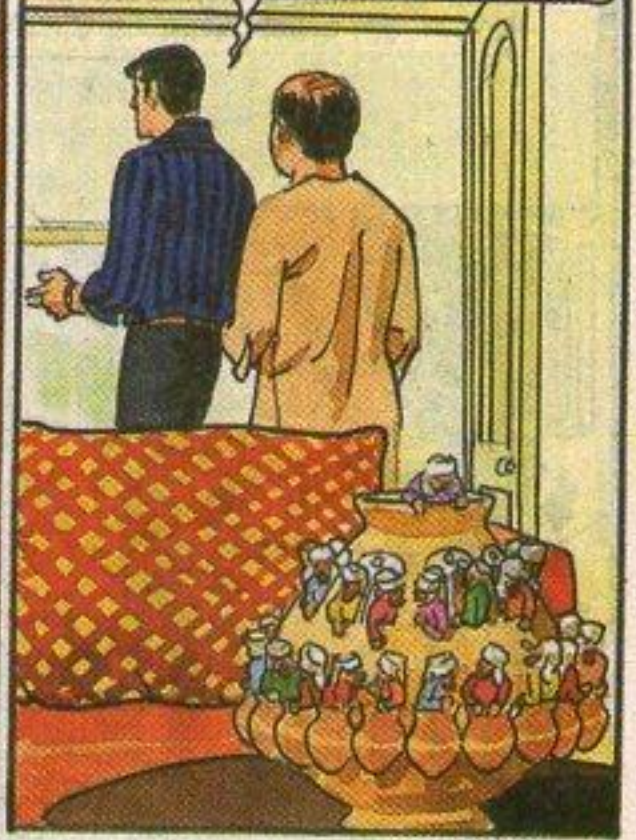


সম্প্রতি একজনের বাড়ি থেকে এ ধরনের  
কিছু জিনিস চুরি হয়েছিল।



তাই বুঝি?

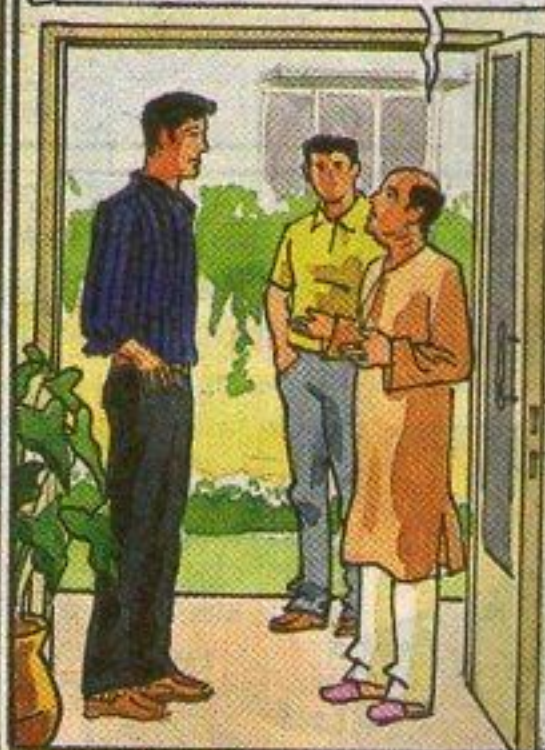
হ্যাঁ। একজন সিদ্ধি ভদ্রলোক। যদুর জানি,  
এখনও সে চোর ধরা পড়েনি।



আপনার সঙ্গে রসিকতা  
করতে পারে এমন  
কারও কথা মনে  
পড়ছে?



কেউ না। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে  
অনেকদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে।



আর শত্রু?

ধনীর তো শত্রু সব সময়ই  
থাকে। তবে তারা তো কেউ  
শত্রু বলে নিজেদের পরিচয়  
দেয় না। দেখা হলে  
সকলেই খাতির করে।



আপনি মূর্তিটা তো নিলামে  
কিনেছিলেন! ওটার উপর আর কারও  
লোভ ছিল না?



আমার সঙ্গে এক ভদ্রলোকের  
অনেকবার ঠোকাঠুকি হয়েছে...  
সেদিনও হয়েছিল...  
প্রভুল দত্ত।

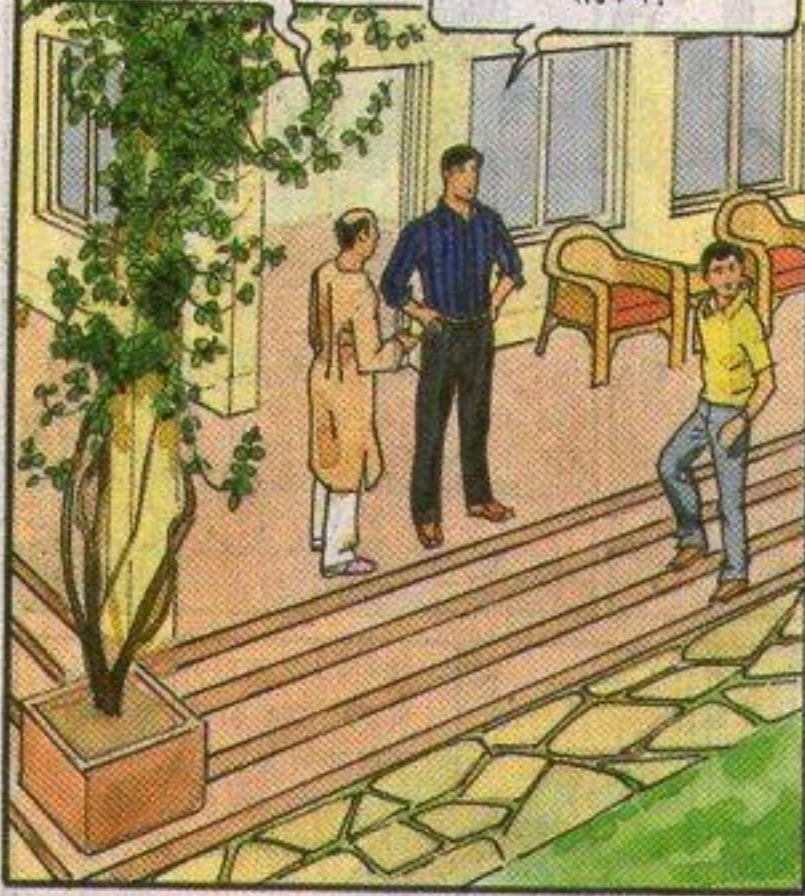


কী করেন?

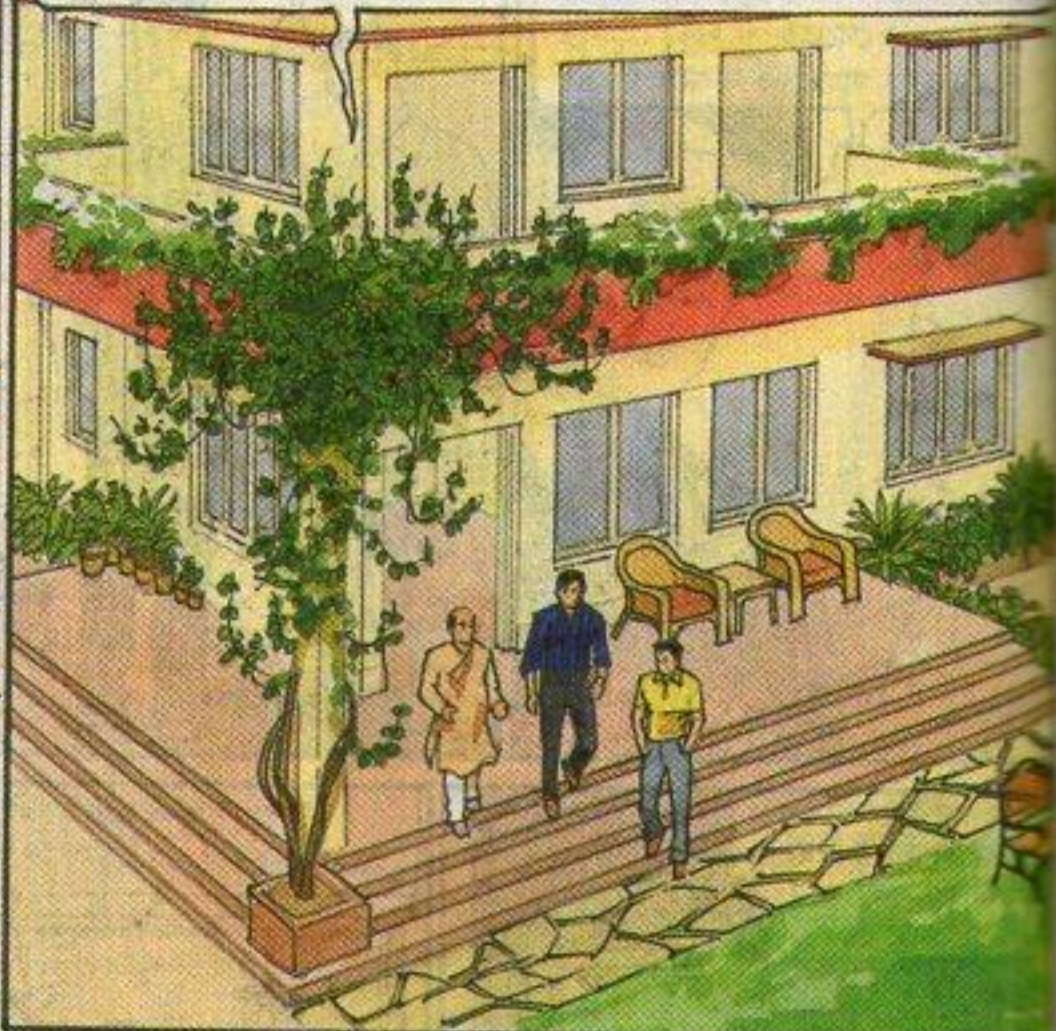


বোধ হয় উকিল ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। সেদিন ওঁর আর আমার মধ্যে শেষ অবধি রেবারেছি চলে। তারপর আমি 'পঞ্চাশ হাজার' বলার পর উনি থেমে যান।

আই সি! এ বাড়িতে কি আপনারা অনেকে থাকেন?



কী বলছেন মশাই? আমার মতো একা মানুষ বোধ হয় কলকাতায় দু'টি নেই। ড্রাইভার, দু'টি পুরনো কাজের লোক ও আমি... বাস!



বাচ্চা ছেলে কি কেউ থাকে না এ বাড়িতে?



দেখেছেন, ভুলেই গিয়েছি। আজ দিনদশেক হল, আমার ভাগনে বুনু এখানে এসে রয়েছে। ওর বাবা ব্যবসা করেন। সস্ত্রীক জাপান গিয়েছেন। বুনুকে রেখে গিয়েছেন আমার জিন্মায়। বেচারি এসে অবধি ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগছে। ...বাচ্চার কথা মনে হল কেন?



আলমারির পিছন থেকে একটা ঘুড়ির কোনা উকি মারছিল দেখলাম।



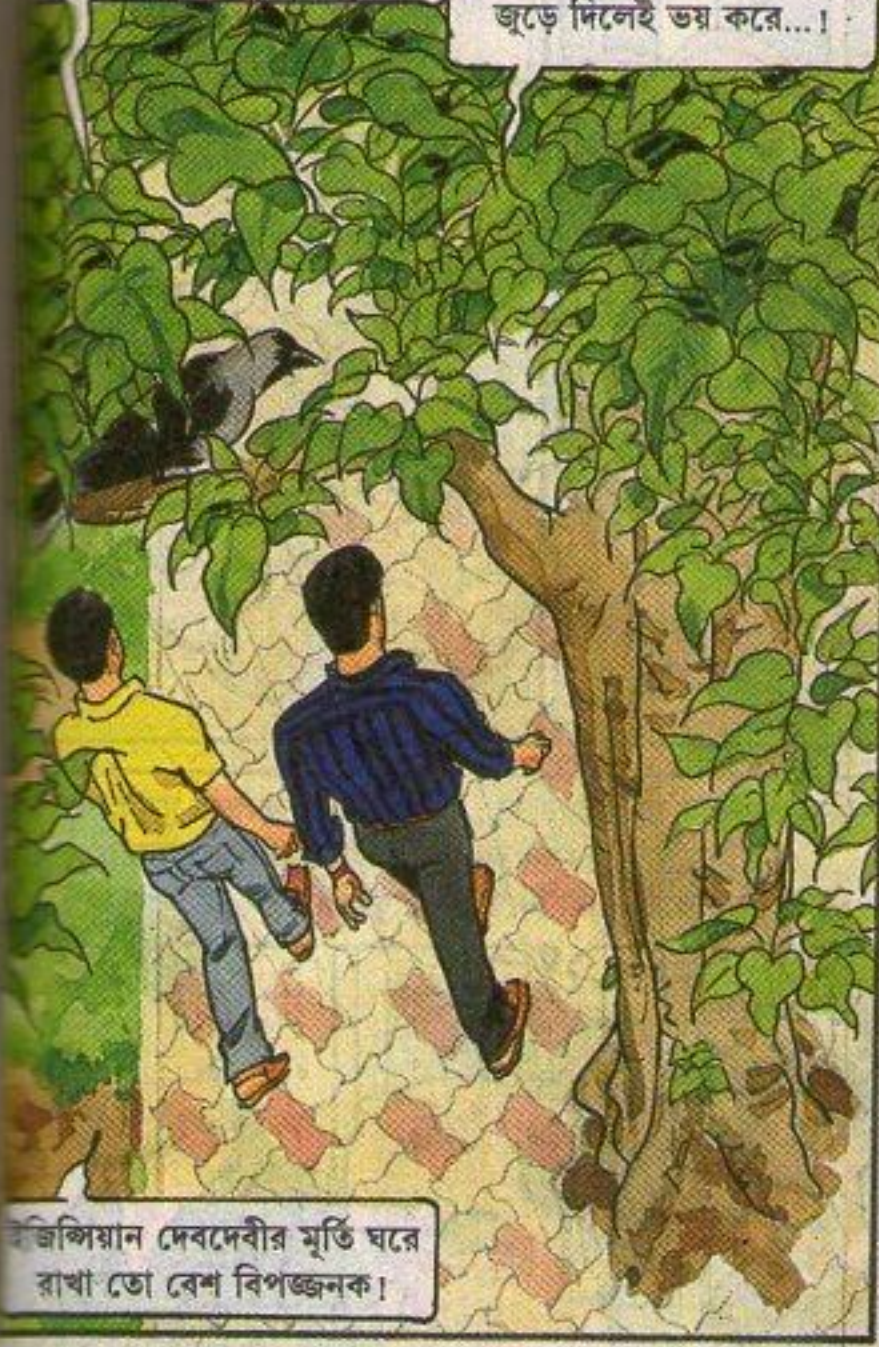
ঠিক আছে, আজ আসি। সন্দেহজনক আরও কিছু যদি ঘটে তা হলে তৎক্ষণাৎ আমাকে জানাবেন। আপাতত আর কিছু করার নেই।





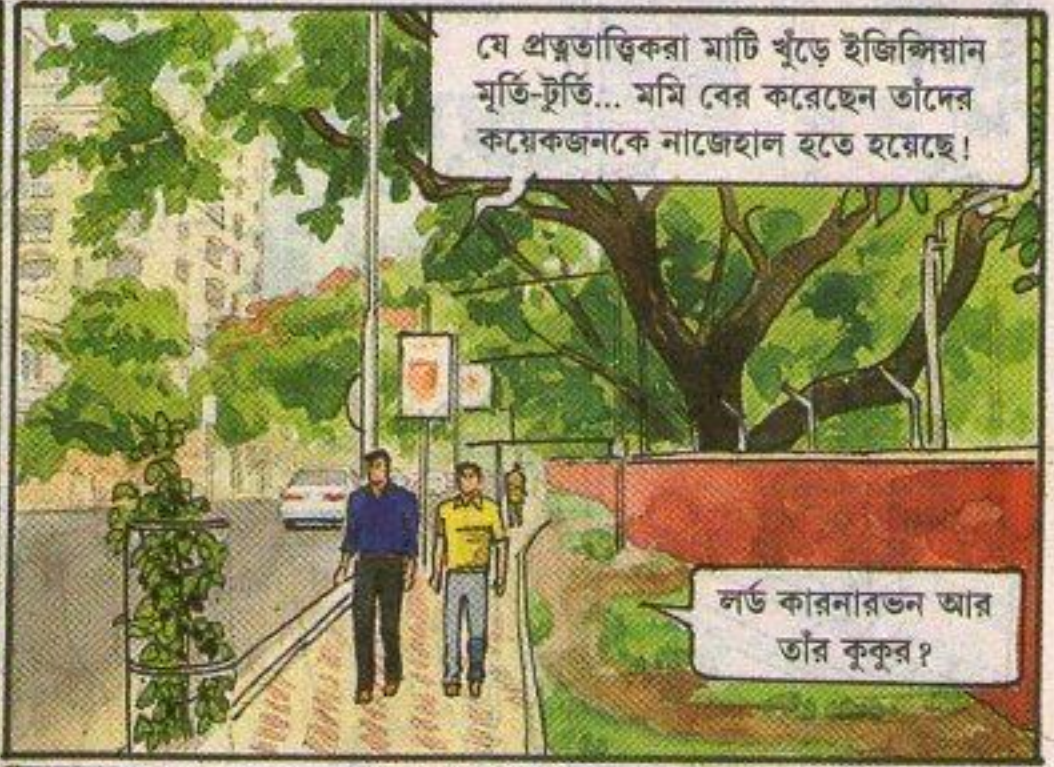
চেহারাটা দেখে কীরকম  
ভয় করে...!

মানুষের খড়ে অন্য  
যে-কোনও জিনিসের মাথা  
জুড়ে দিলেই ভয় করে...!



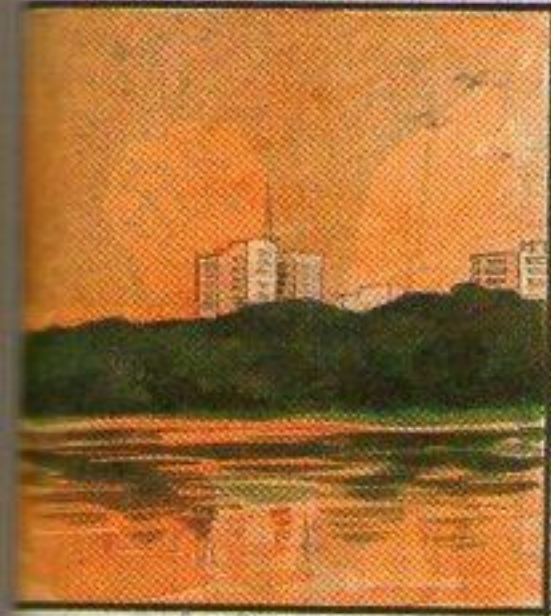
ইজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি ঘরে  
রাখা তো বেশ বিপজ্জনক!

যে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে ইজিপ্সিয়ান  
মূর্তি-টুর্তি... মমি বের করেছেন তাঁদের  
কয়েকজনকে নাজেহাল হতে হয়েছে!



লর্ড কারনারভন আর  
তাঁর কুকুর?

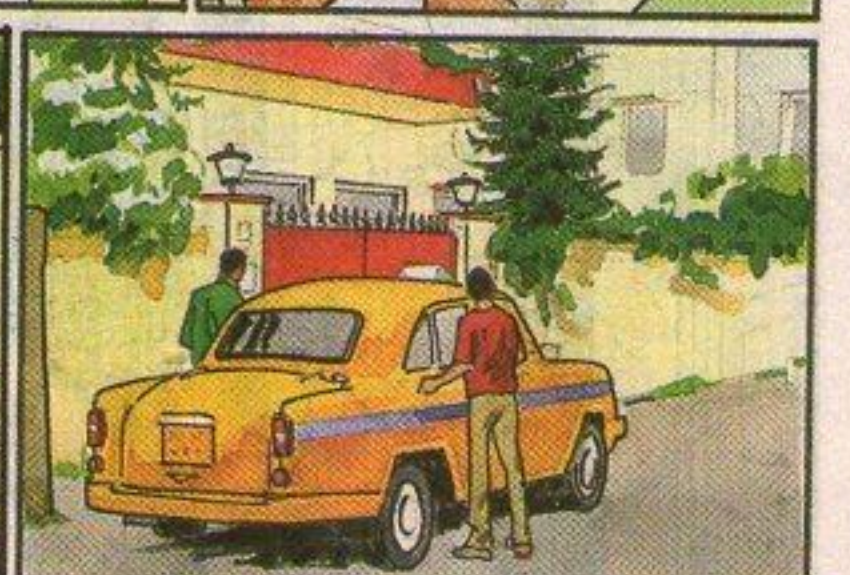
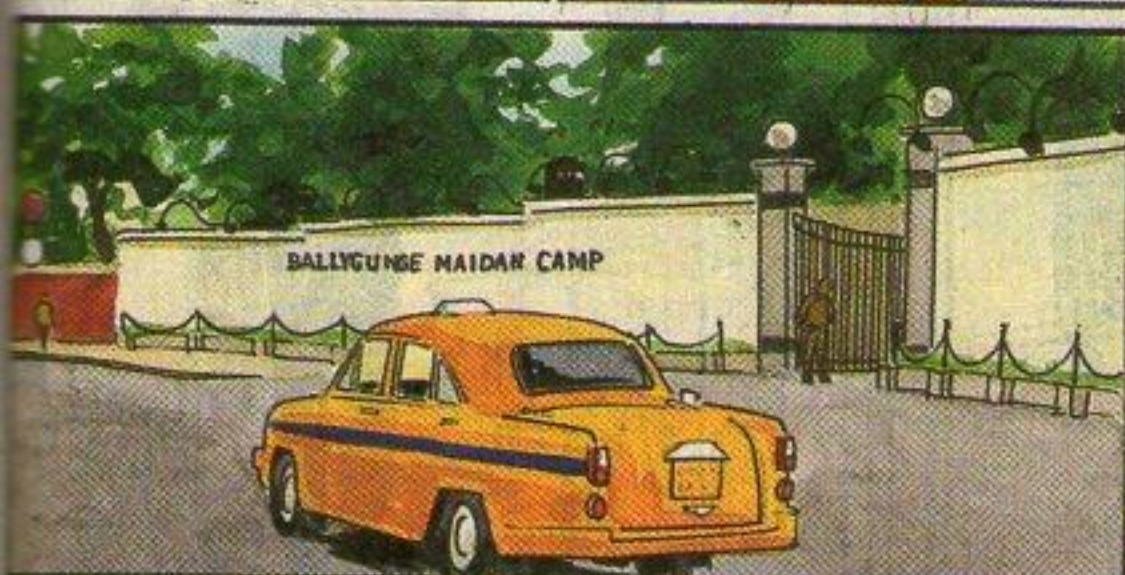
কুকুর ছিল বিলেতে। সাহেব ছিলেন ইজিপ্টে। তুতানখামেনের কবর  
খুঁড়ে বের করার কিছু দিনের মধ্যেই কারনারভন হঠাৎ ভীষণ  
অসুখে পড়ে মারা যান। ঠিক একই সময় বিনা অসুখে  
রহস্যজনকভাবে তাঁর কুকুরটিও মারা যায়।



হঁ... ও... ও!  
আম্ছা ঠিক  
আছে।



আনুবিস গায়েব। এক্ষুনি যেতে হবে।







নাইটমেয়ারের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে মশাই। এরকম হরিবল  
অভিজ্ঞতা আমার কখনও হয়নি।



দেখুন হাতে  
কীরকম দাগ  
বসে গিয়েছে!

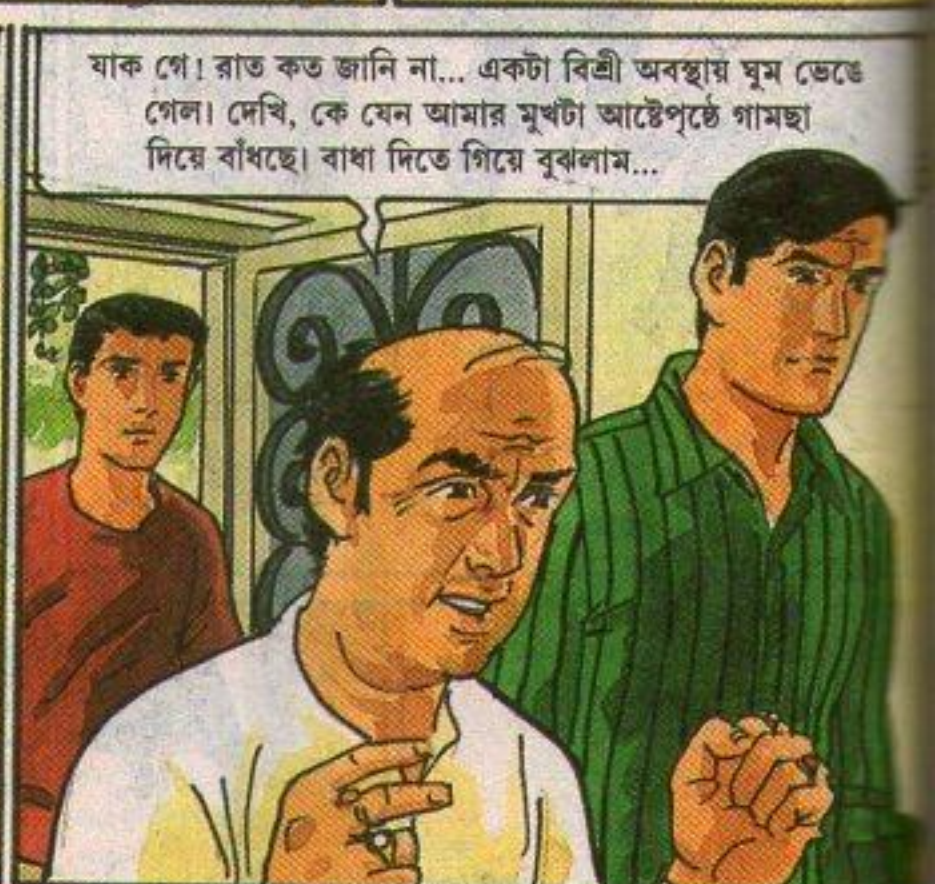


কী ব্যাপার বলুন।

আপনার কথামতো গতকাল মূর্তিটা একেবারে  
বালিশের তলায় নিয়ে শুয়ে ছিলাম। এখন মনে  
হচ্ছে, সেটা না করলে অন্তত শারীরিক যন্ত্রণাটা  
ভোগ করতে হত না।



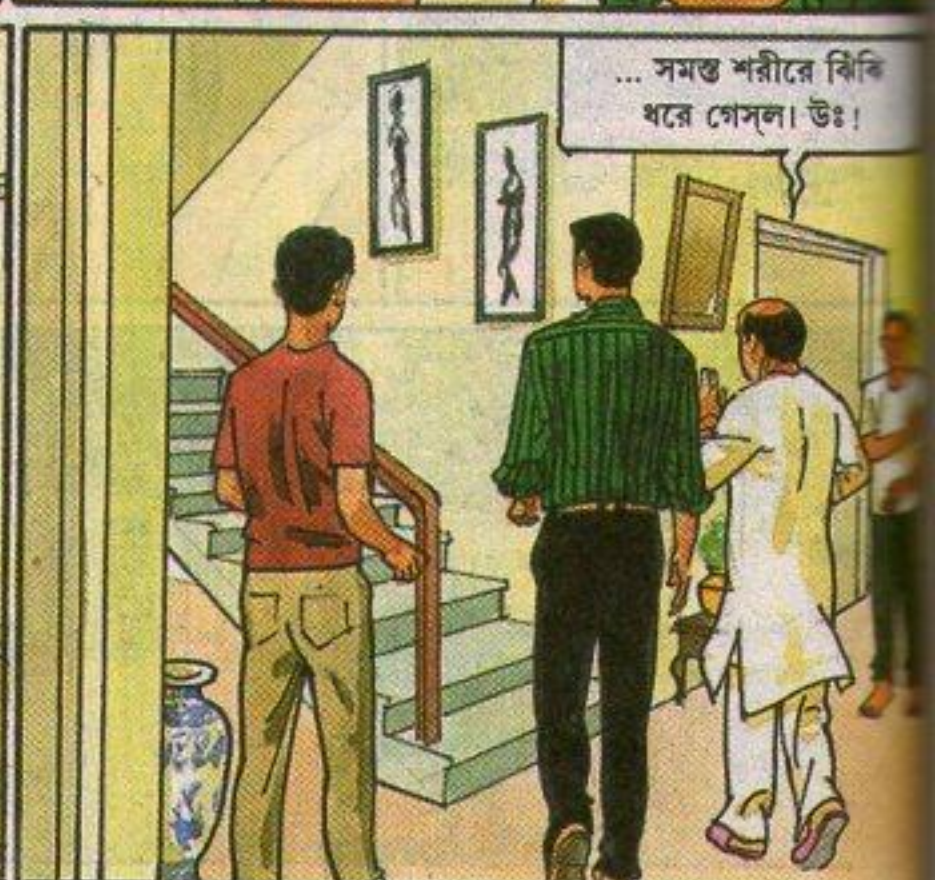
যাক গে! রাত কত জানি না... একটা বিদ্রী অবস্থায় ঘুম ভেঙে  
গেল। দেখি, কে যেন আমার মুখটা আষ্টেপৃষ্ঠে গামছা  
দিয়ে বাঁধছে। বাধা দিতে গিয়ে বুঝলাম...



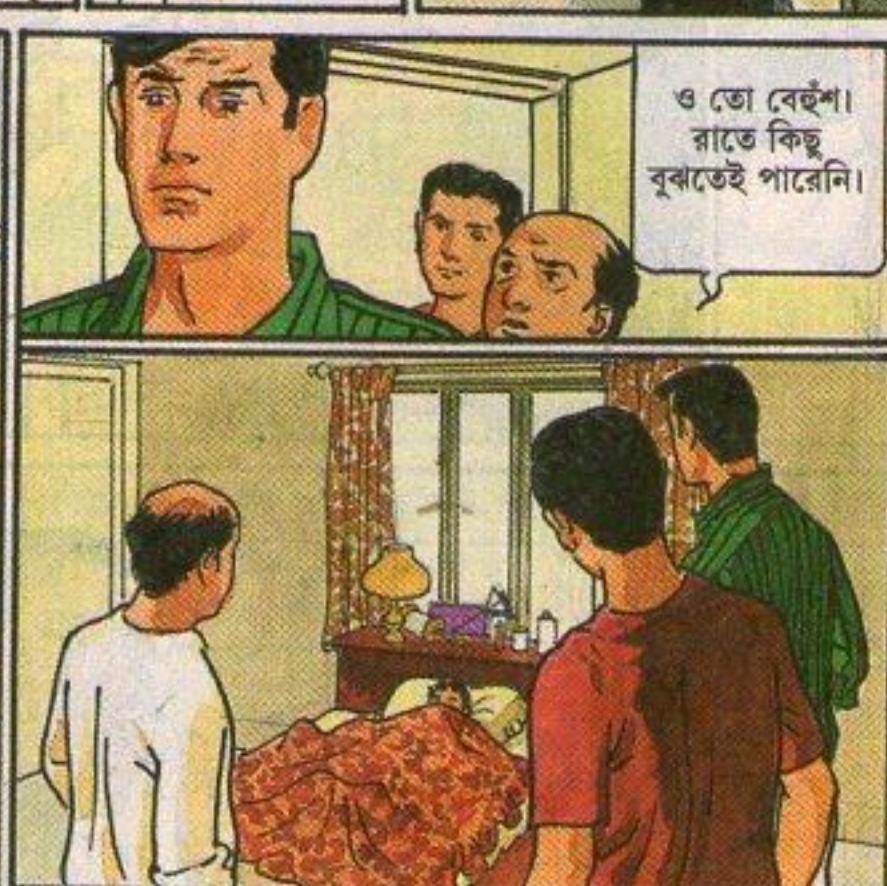
...আমার চেয়ে অনেক শক্তিশালী লোকের পাল্লায় পড়েছি।  
দেখতে-দেখতে আমার হাত পিছমোড়া করে দিলে...!  
সকালে নন্দলাল চা নিয়ে এসে ওই অবস্থায় দেখে বাঁধন খুলে দেয়।



... সমস্ত শরীরে বিড়ি  
ধরে গেস্লাম। উঃ!







ছিটকিনি খোলা...!

তাই তো! কাল  
বন্ধ করা হয়নি!  
দেখেছেন  
কাণ্ড!

খুব সোজা। সিঁড়ি  
দিয়ে উঠে বাথরুম  
দিয়ে চুকেছিল।

ঝুঁকুর ঘরটা  
কোথায়?

পাশের ঘরেই থাকে!  
কালই আবার ডাক্তার  
বোস নতুন করে ওষুধ  
দিয়ে গিয়েছেন...!

ও তো বেইশ!  
রাতে কিছু  
বুঝতেই পারেনি।



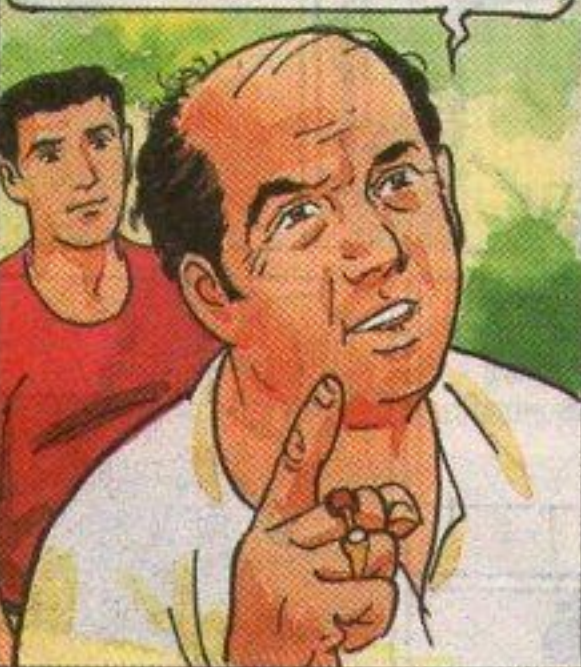


এ বাড়িতে কারও  
নস্যির বাতিক  
আছে?

কই,  
না তো!



...মুঠি একটা গিয়েছে, আর-একটা না হয়  
কিনব, কিন্তু ঘরে ঢুকে আমার উপর যা-তা  
অত্যাচার করে চলে যাবে, এ কিছুতেই  
বরদাস্ত করা যায় না। যদি লোকটাকে ধরে  
দিতে পারেন তা হলে আমি আপনাকে  
ইয়ে, মানে, ইয়ে আর কী...!



পারিশ্রমিক?

হ্যাঁ, হ্যাঁ পারিশ্রমিক, মানে  
রিওয়ার্ড দেব। আমার সংগ্রহ  
থেকে যে-কোনও একটা চুজ করে  
নিতে পারেন।

আপনি দিতে চান নেক  
কিন্তু আমি কাজটার  
নিচ্ছি। কারণ, এ ধরনের  
অনুসন্ধানে একটা ভুল  
আছে। ...একবার কখন  
লোকদের সঙ্গে কথা  
বলব।



তোমার ঘর কোথায় নন্দলাল?

পিছন দিকে। পাঁচু, আমি  
এক ঘরেই শুই।

কাল কখন  
শুতে গিয়েছ?

শুতে-শুতে বারোটা হয়...  
কালও।



কাল এসেছিল, যারা গান গাইতে আসে?

ক'দিন আসছে...! কাল  
এসেছিল কিনা মনে নেই।

বাড়ির গেট  
বন্ধ করে কে?

আজ্ঞে, আমিই করি।



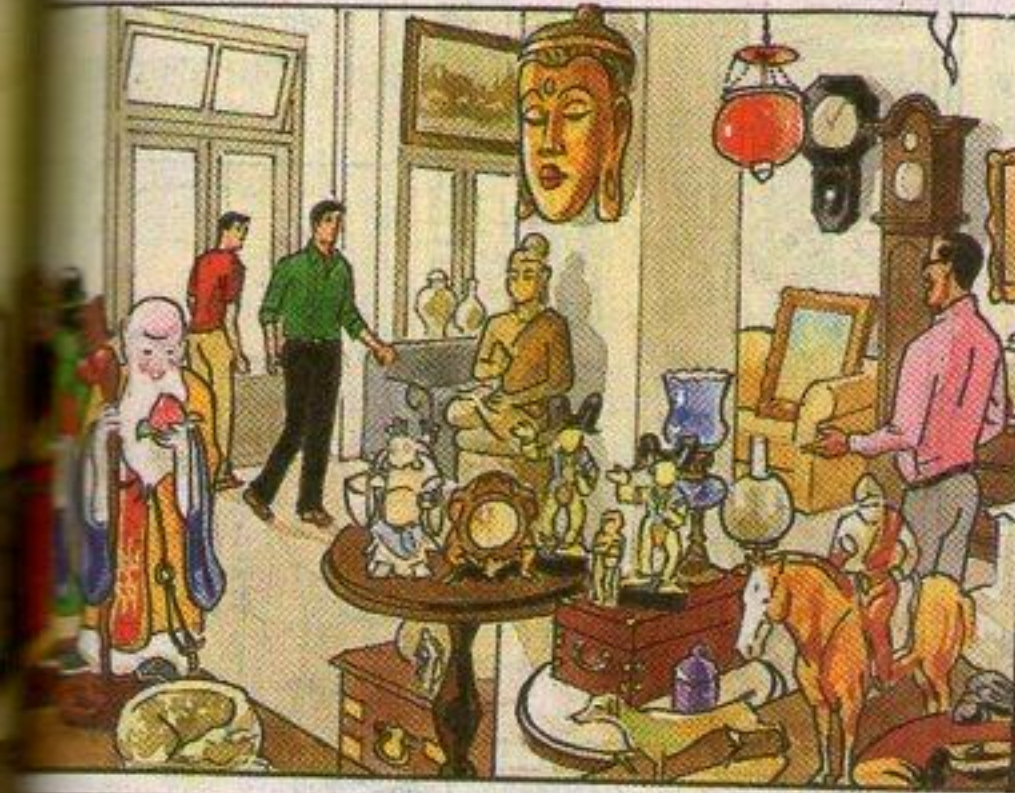
কাল সাড়ে নটার  
গ্যারাজ করে আমি  
চলে যাই।

বাড়ি কোথায়?

কসবা।



আসুন মিঃ মিস্ত্রি... কী ব্যাপার... নতুন কোনও কেস?



এই আরকি, একজনের ঠিকানা দরকার...।  
আপনার এখানে রেগুলার জিনিস  
কেনেন, প্রতুল দত্ত?

প্রতুল দত্ত...  
লাভ লক স্ট্রিটে  
ধাকেন।  
দাঁড়ান দিচ্ছি!



সেভেন বাই ওয়ান,  
লাভ লক স্ট্রিট!



থ্যাক ইউ!

ইউ আর ওয়েলকাম।



ভদ্রলোকের ঘরে এত এক্সপেনসিভ জিনিসের  
মধ্যে শুধু আনুবিসটাই নিয়ে গেল?

খুব নির্লোভ চোর। যেটা দরকার  
তার বাইরে কিছু নেয় না।



হ্যালো, প্রতুল দত্ত বলছেন?

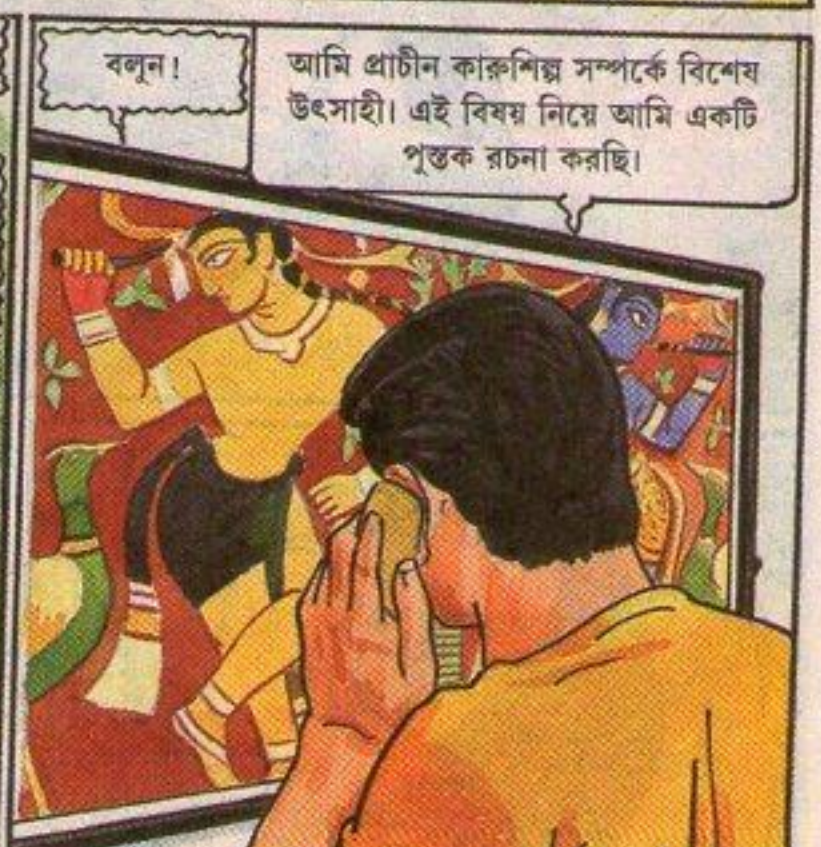
ইয়েস!

আমি নাকতলা  
থেকে শ্রী জয়রাম  
বাগচি কথা কইচি।

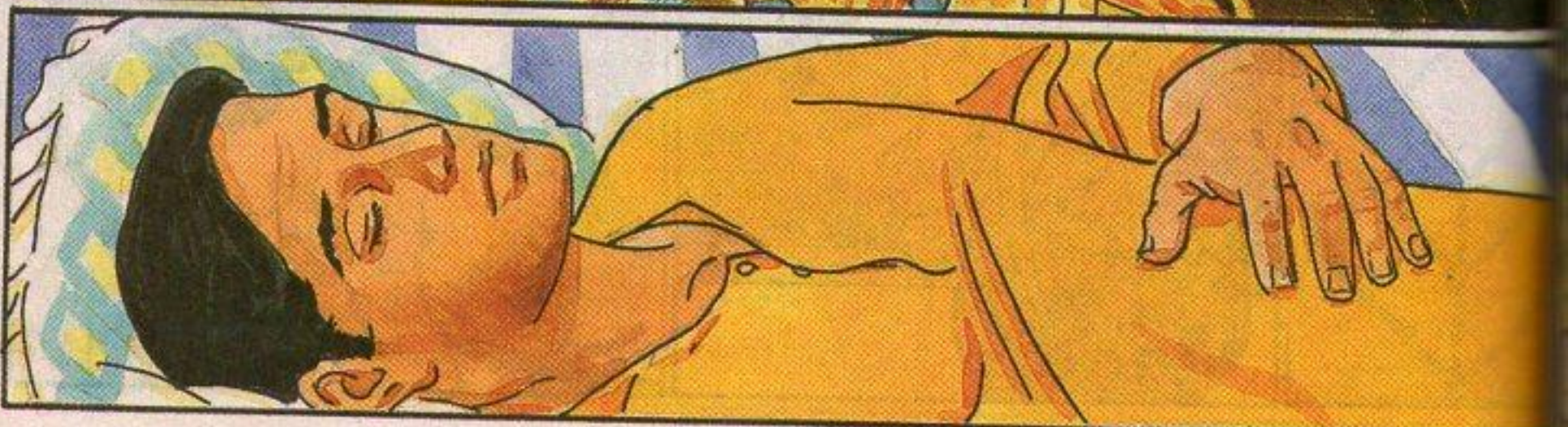
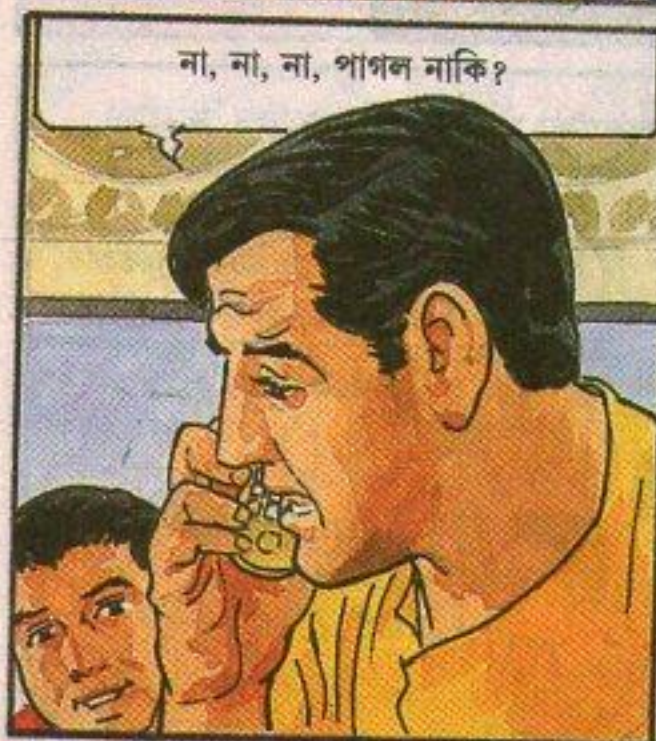
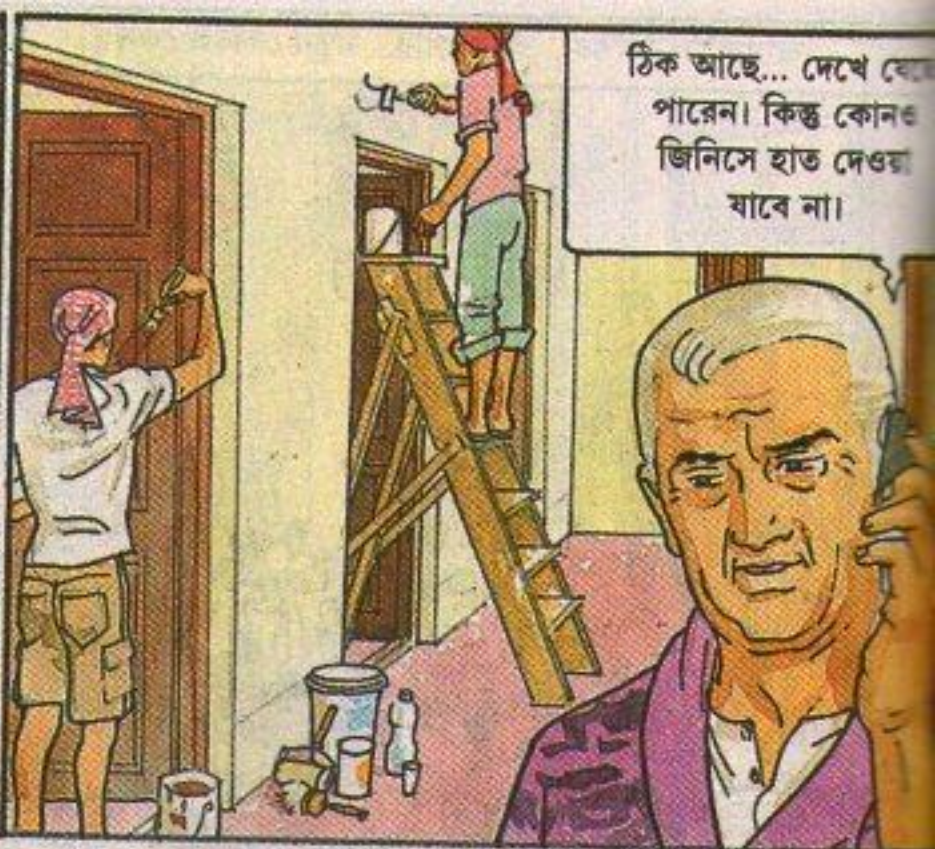
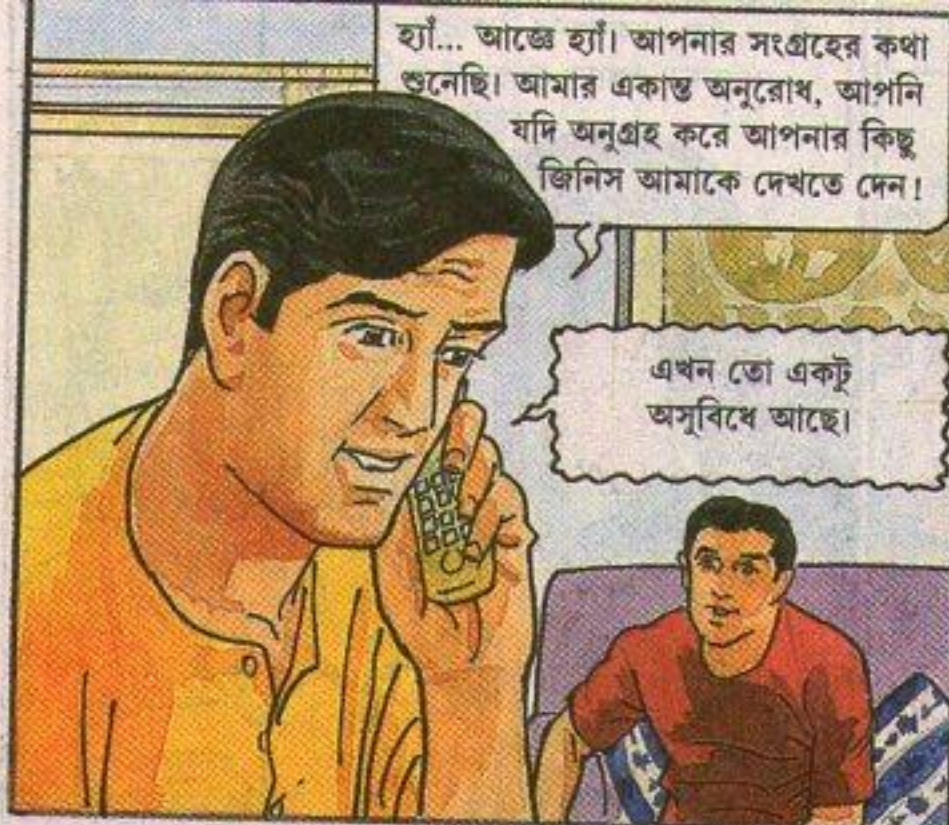


বলুন!

আমি প্রাচীন কারুশিল্প সম্পর্কে বিশেষ  
উৎসাহী। এই বিষয় নিয়ে আমি একটি  
পুস্তক রচনা করছি।



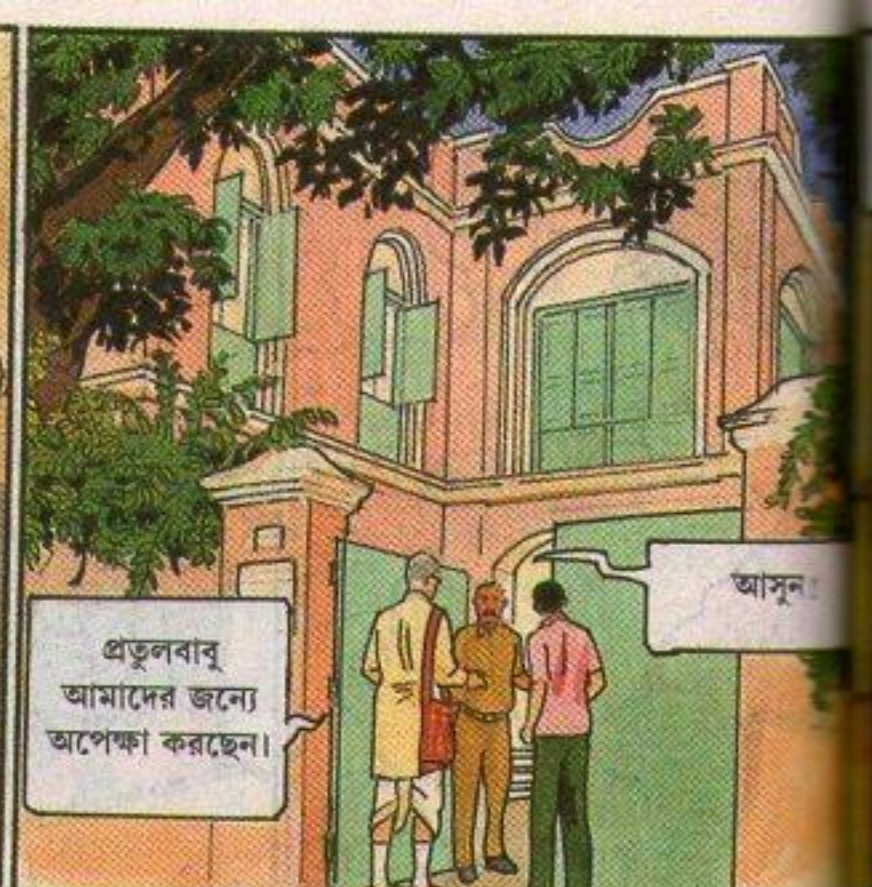




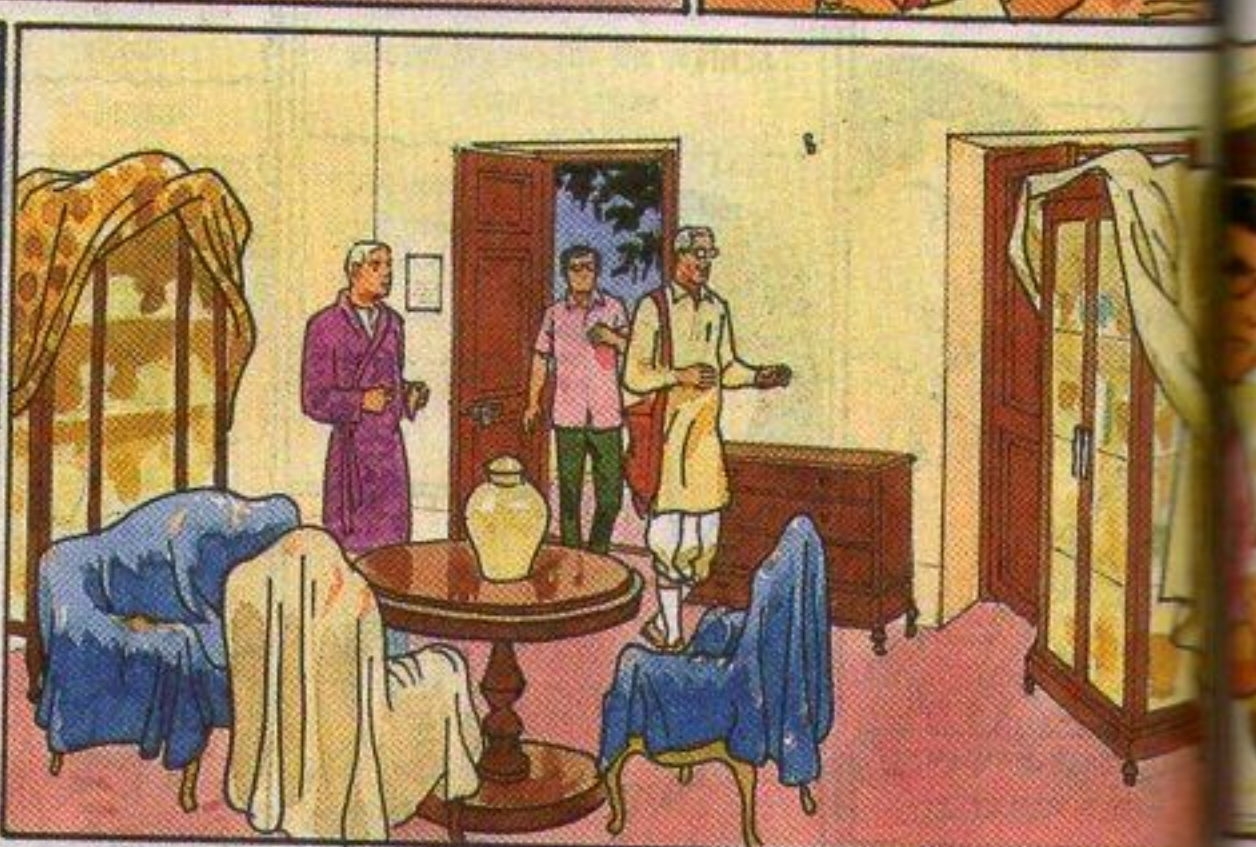








প্রভুলবাবু  
আমাদের জন্যে  
অপেক্ষা করছেন।





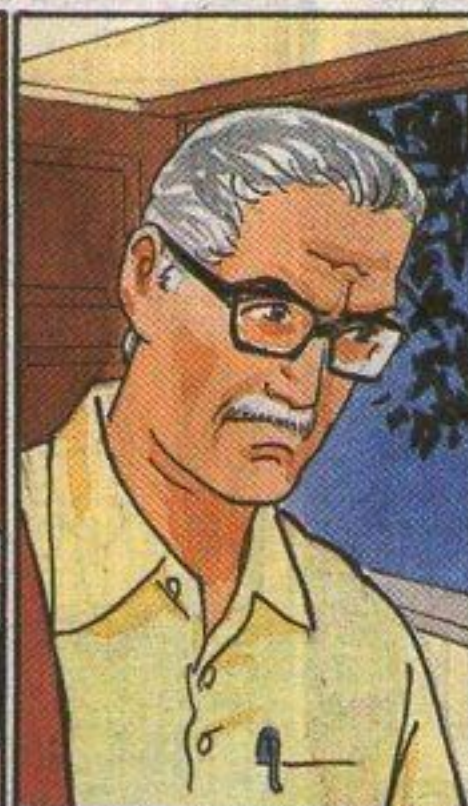
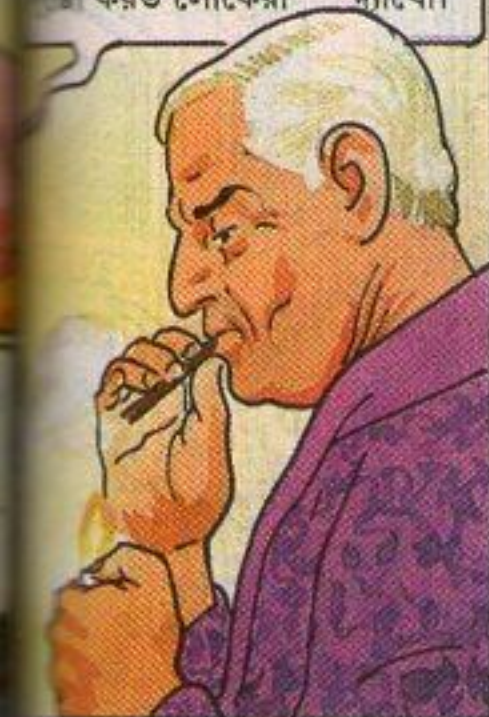
আপনার কাছে মিশর দেশের  
শিল্পকলার অনেক চমৎকার নিদর্শন  
রয়েছে দেখছি।

তা আছে। কিছু জিনিস  
কায়রোয় কেনা। কিছু  
এখানে অকশনে।

দ্যাখো বাবা সুবোধ, ভাল করে দ্যাখো। কতরকম দেবদেবী দ্যাখো।  
এই যে বাজপাখি, এও দেবতা। জলহন্তী, পাঁচা এরাও দেবতা।



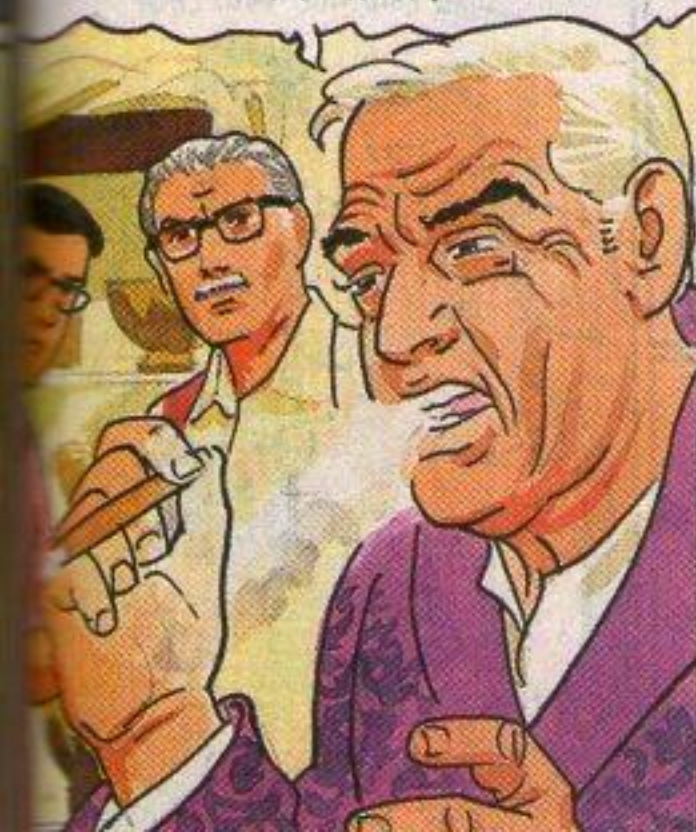
মিশর দেশে কতরকম জিনিসকে  
স্মারক করত লোকেরা দ্যাখো।



শেয়াল-দেবতা নেই  
বড়মামা?



খক-র-র!



চুরুটের কোয়ালিটি ফল করছে।



হেঁ, হেঁ! আমার ভাগনে আনুবিসের  
কথা বলাচ্ছে। কালই ওকে বলছিল  
কিনা!

আনুবিস! স্টুপিড ফুল!



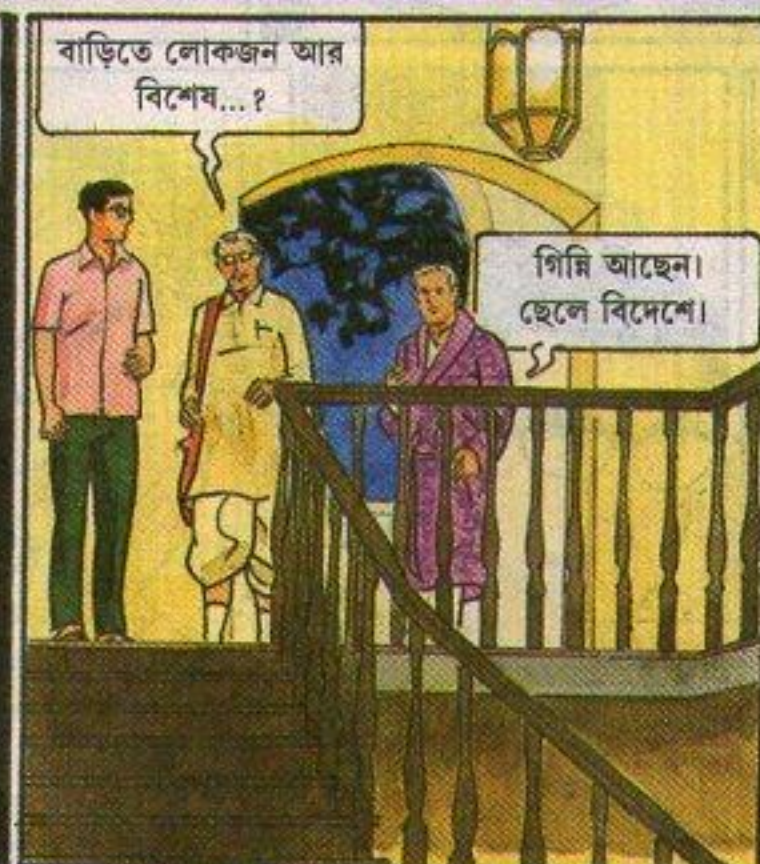
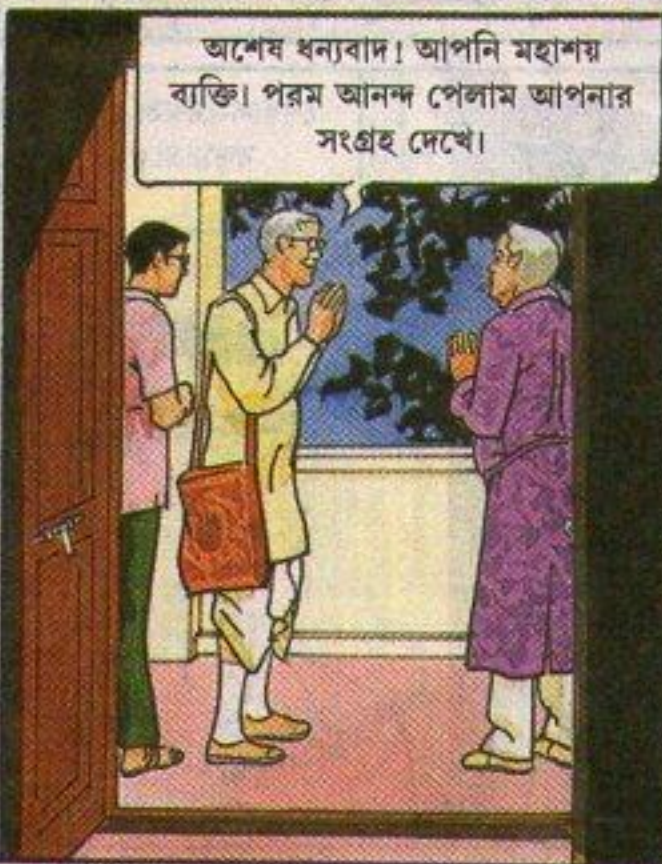




আজ্ঞে, আপনি আনুবিসকে  
মুখ বলছেন?

আনুবিস না।  
সেদিন নিলামে  
...লোকটাকে  
আগেও দেখেছি।  
হি ইজ এ ফুল।

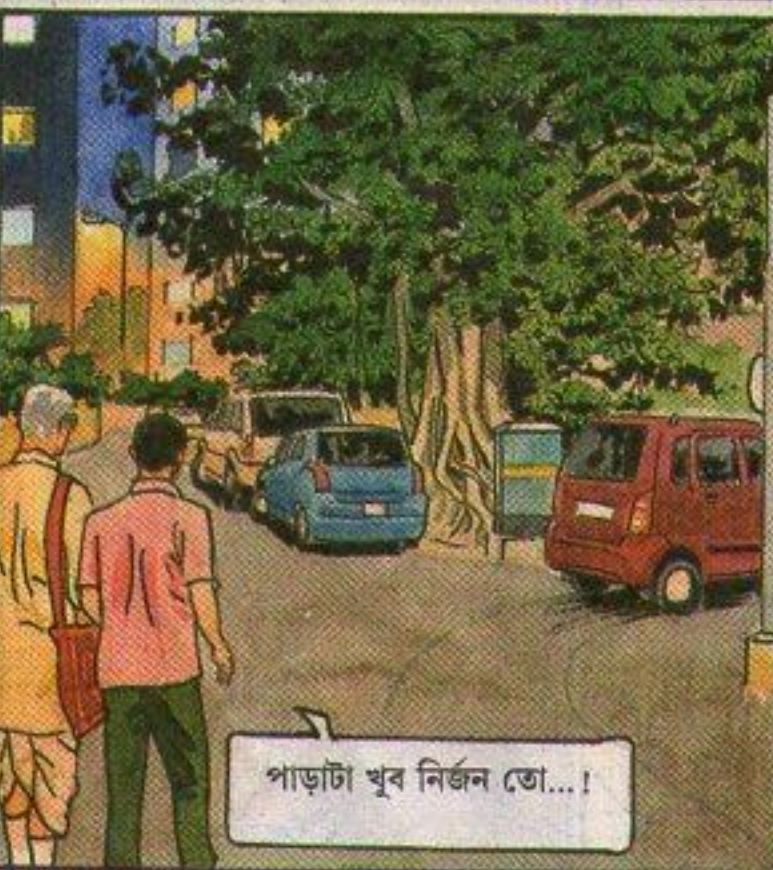
ওর বিডিং-এর কোনও মাফ  
নেই। চমৎকার একটাই  
ছিল... আনুবিসের।  
অ্যাবসার্ড দাম হাঁক  
যার উপর আর চড়া  
না। অত টাকা কে  
পায় জানি না।



অশেষ ধন্যবাদ! আপনি মহাশয়  
ব্যক্তি। পরম আনন্দ পেলাম আপনার  
সংগ্রহ দেখে।

বাড়িতে লোকজন আর  
বিশেষ...?

গিন্নি আছেন।  
ছেলে বিদেশে।



পাড়টা খুব নির্জন তো...!

টং

টিং

টং

বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

টিং

টং

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা...!



বল মা তারা দাঁড়াই কোথা

আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা...!

ট্যাক্সি!

মর সোহাগে বাপের আদর  
এ দৃষ্টান্ত যথা তথা  
বাপ বিমাতারে শিরে ধরে,

এমন বাপের ভরসা  
বৃথা

তুমি না করিলে  
কপা যাব কি  
বিমাতা যেথা

যদি বিমাতা  
করেন কোলে মুঠে  
যাবে মনের যাতা

প্রসাদ বলে এই কথা মা,

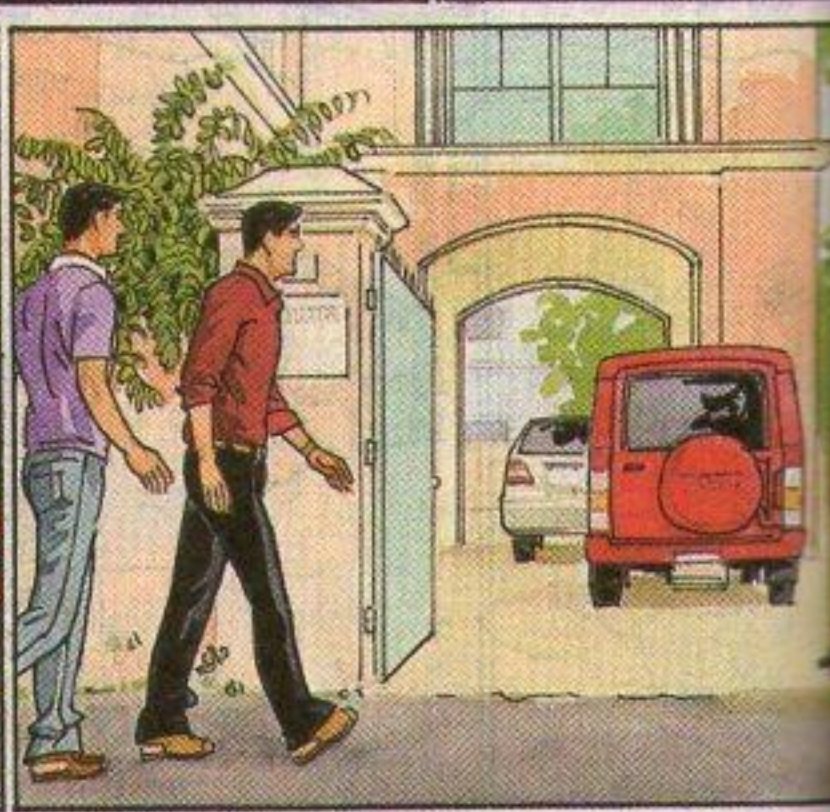
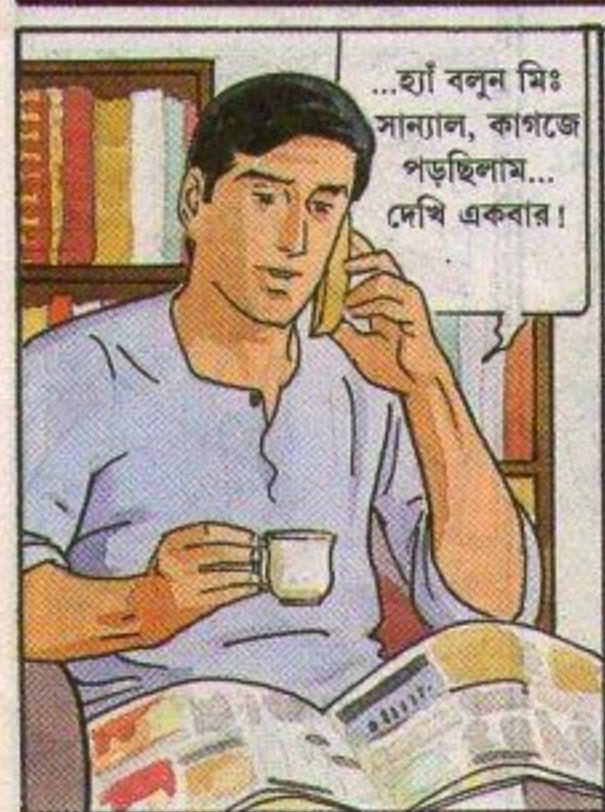
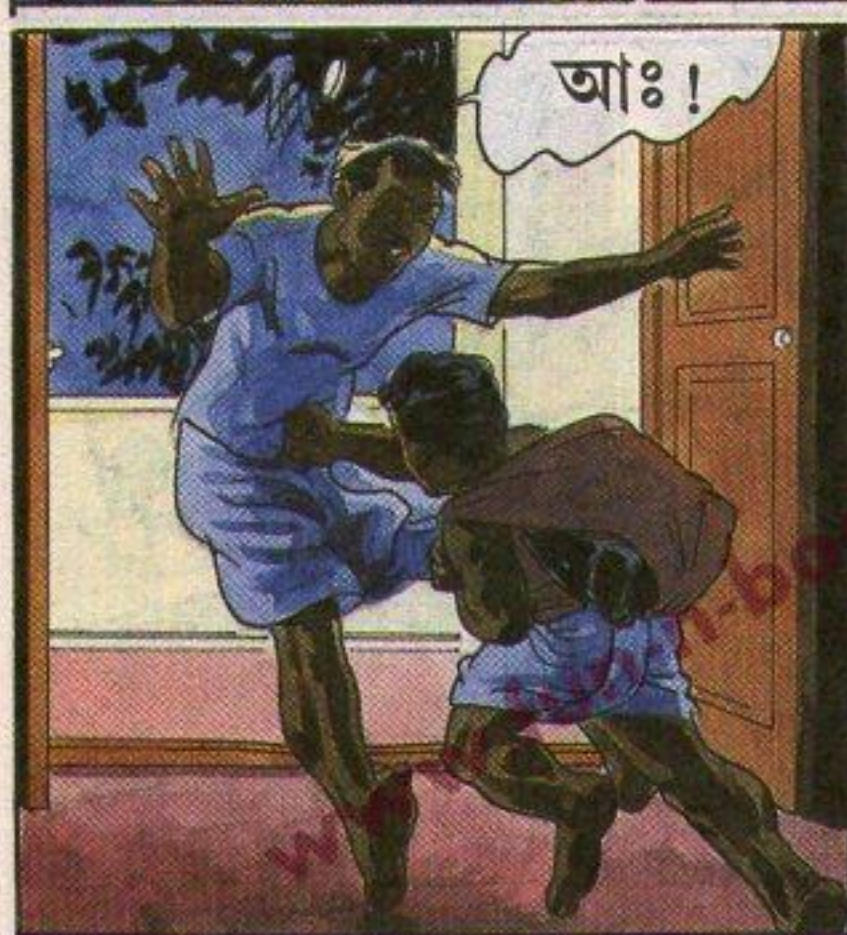
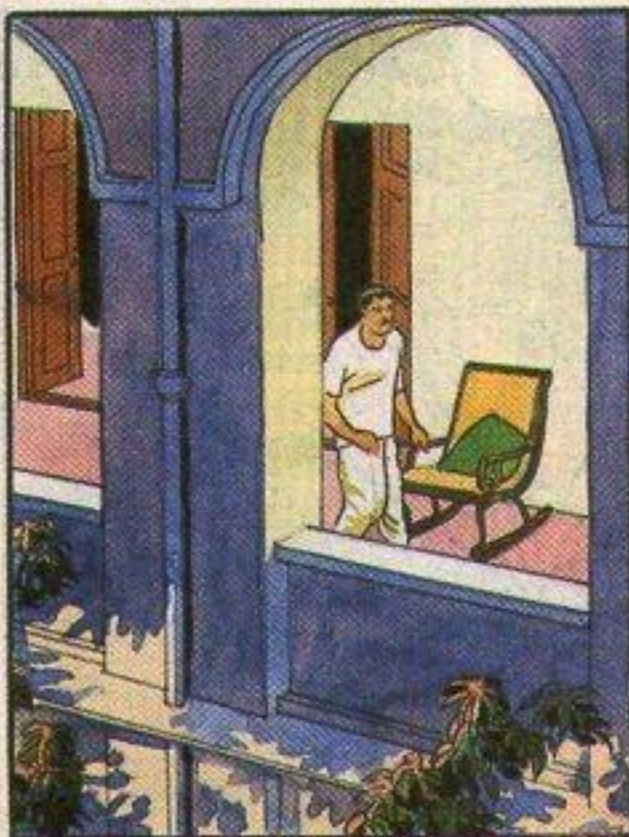
বেদাগমে আছে গাঁথা

যে তোমার  
নাম করে

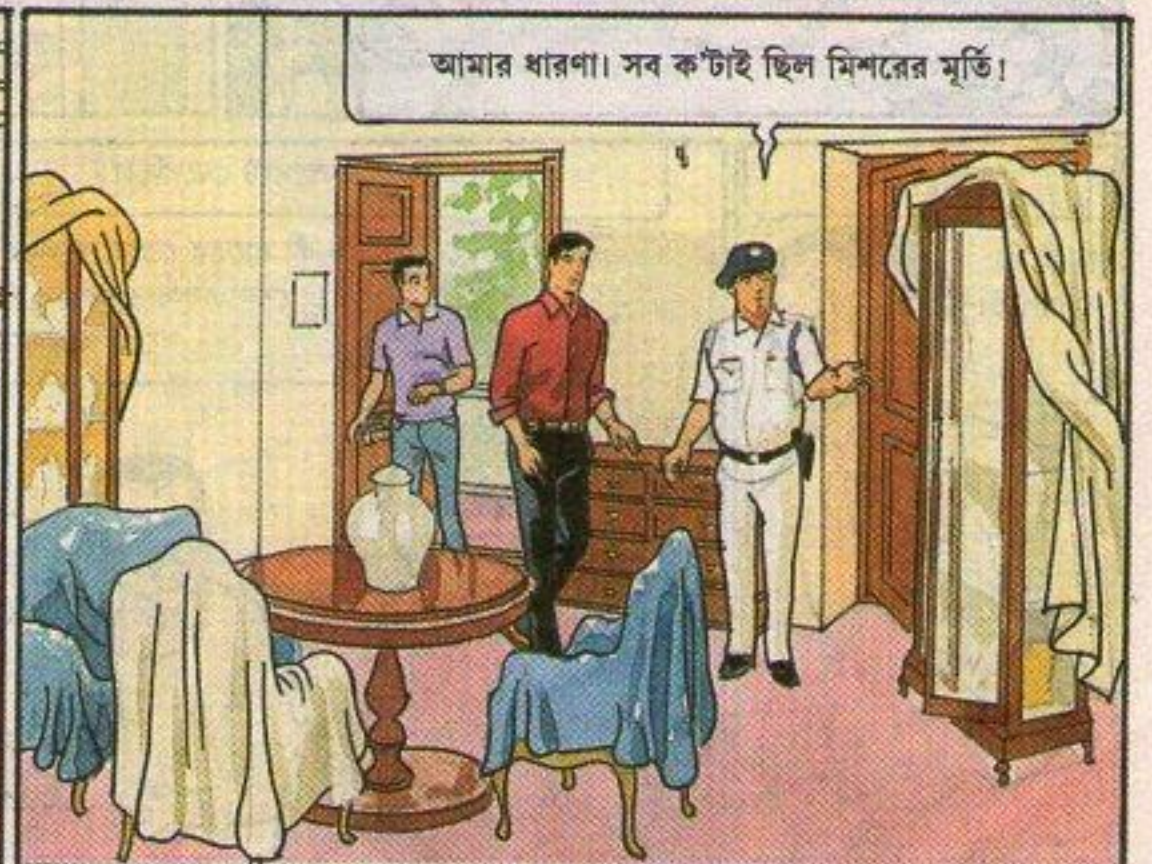
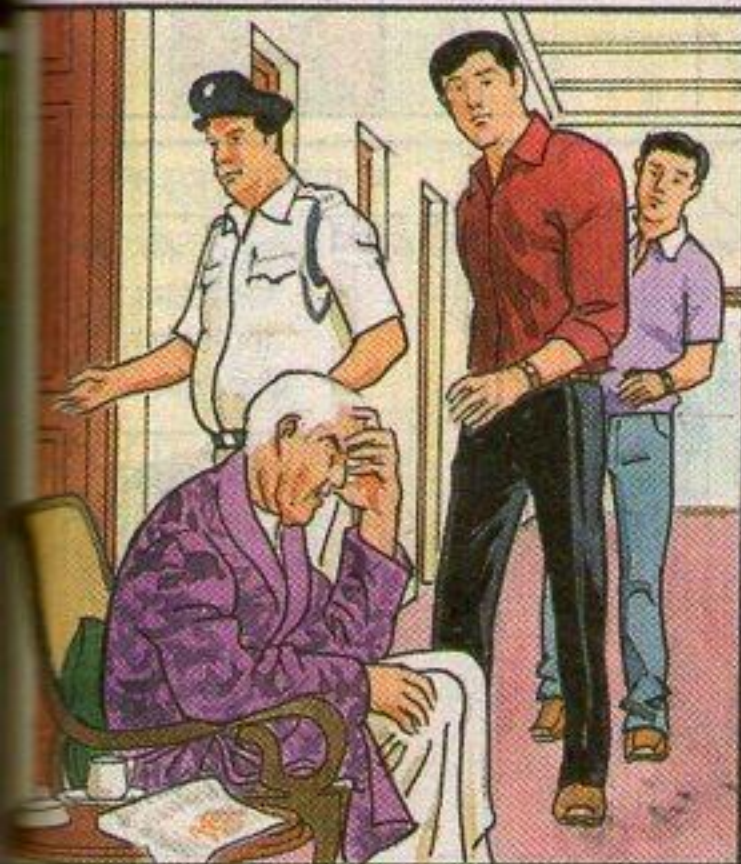
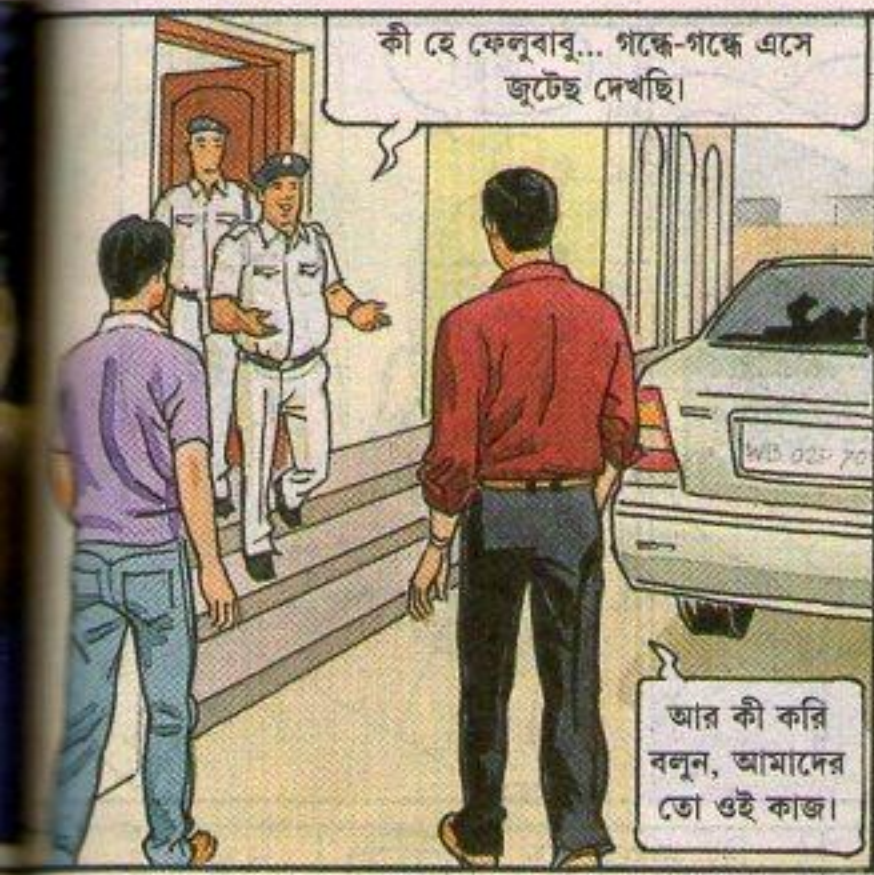
বংশলোচন।

যা, টাকা দিয়ে আয়।

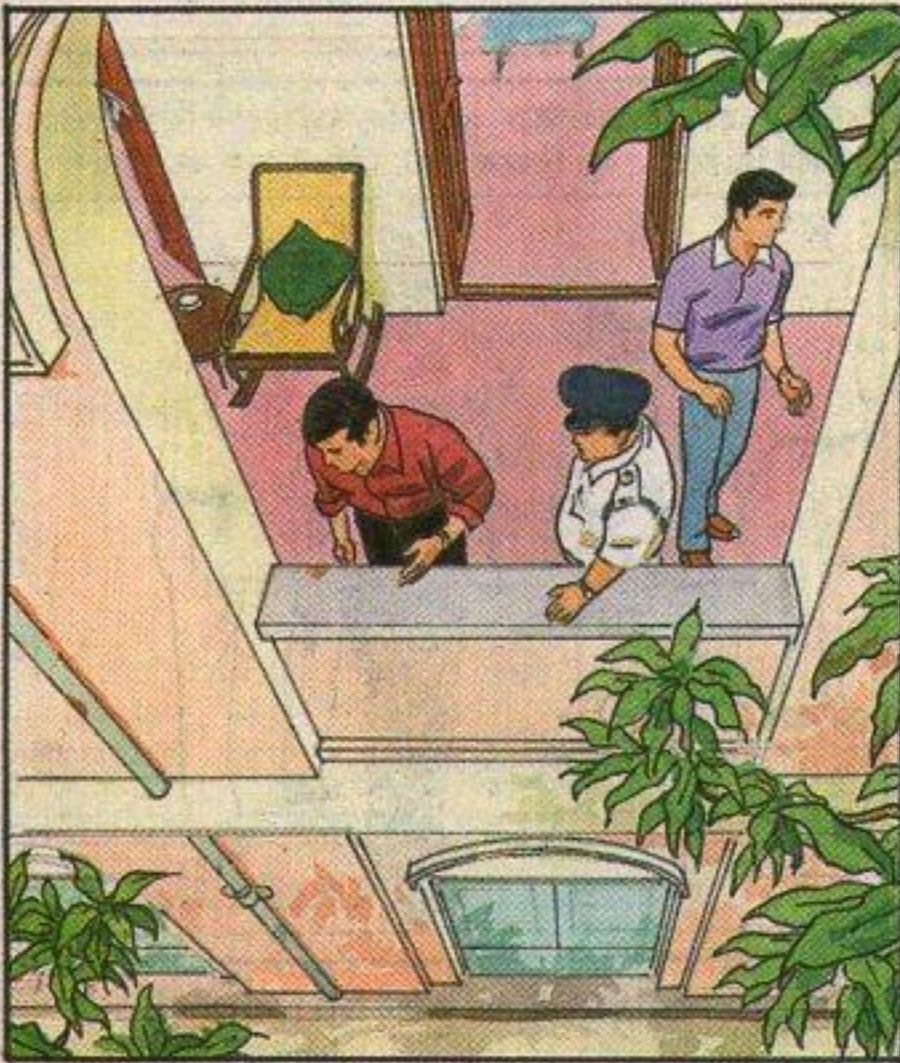
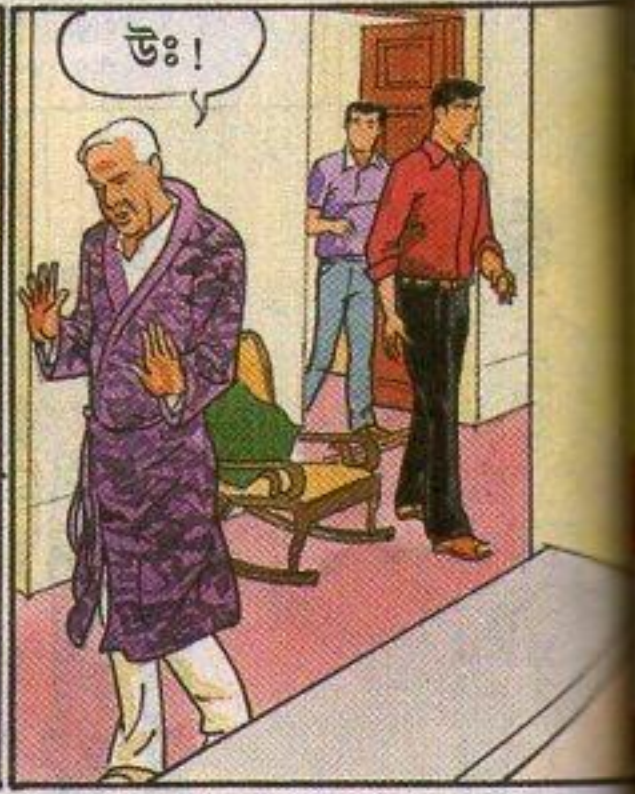
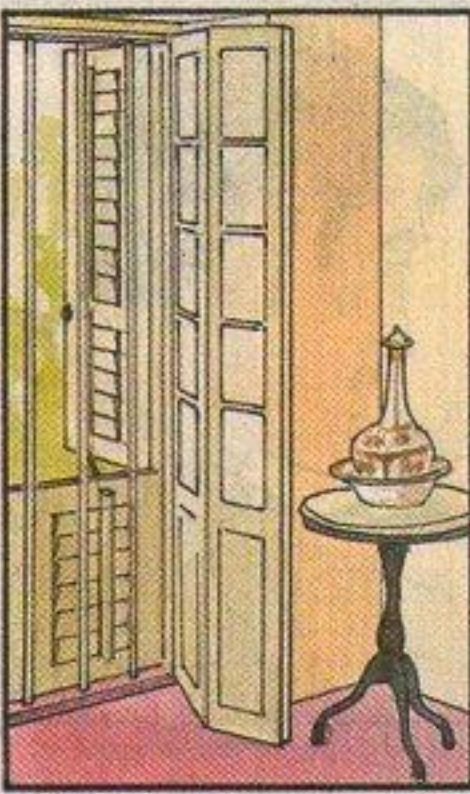














ওরা রোজ আসে?

মাঠাকরুন পূজোর ঘরে ছিলেন।  
বললেন, পয়সা দিয়ে আয়।

এ ঘর থেকে শব্দ পেলাম, যেই না ঘরে  
চুকেছি... উ হু হু! তারপর আর কিছু জানি না।

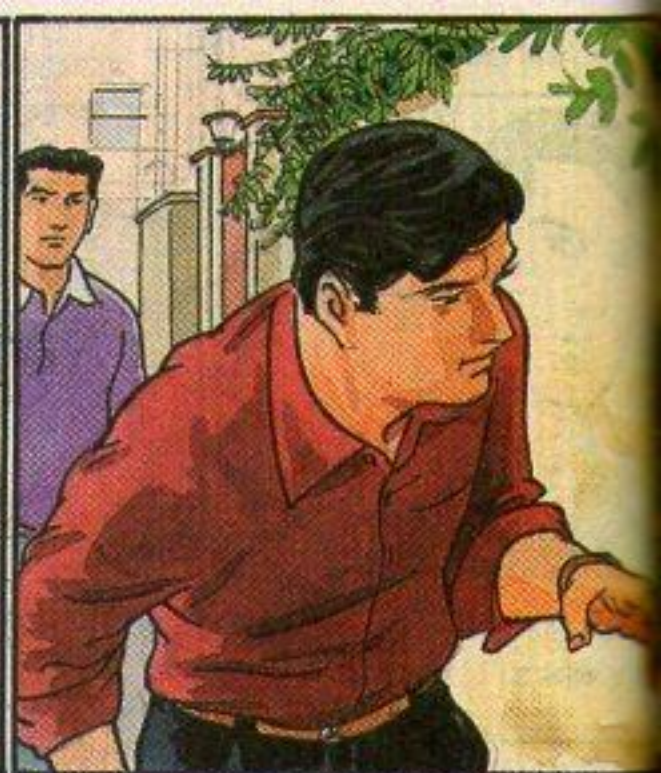
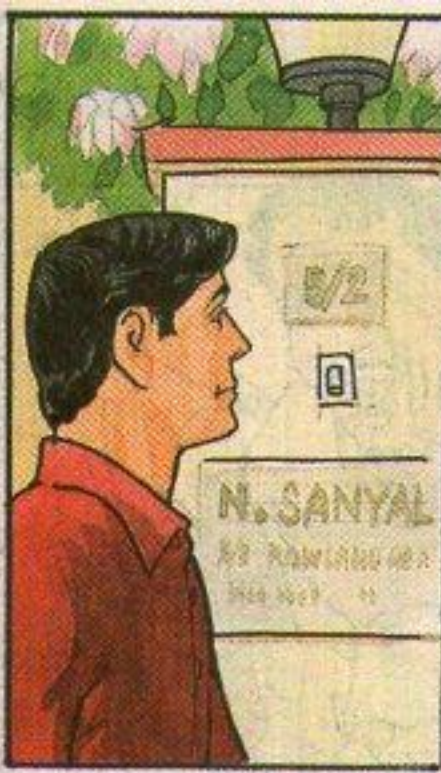
তিন-চারদিন  
আসছে।

তারপর?

তোমার নম্বর তো  
প্রতুল দত্তের  
ফোনে রয়েছে...

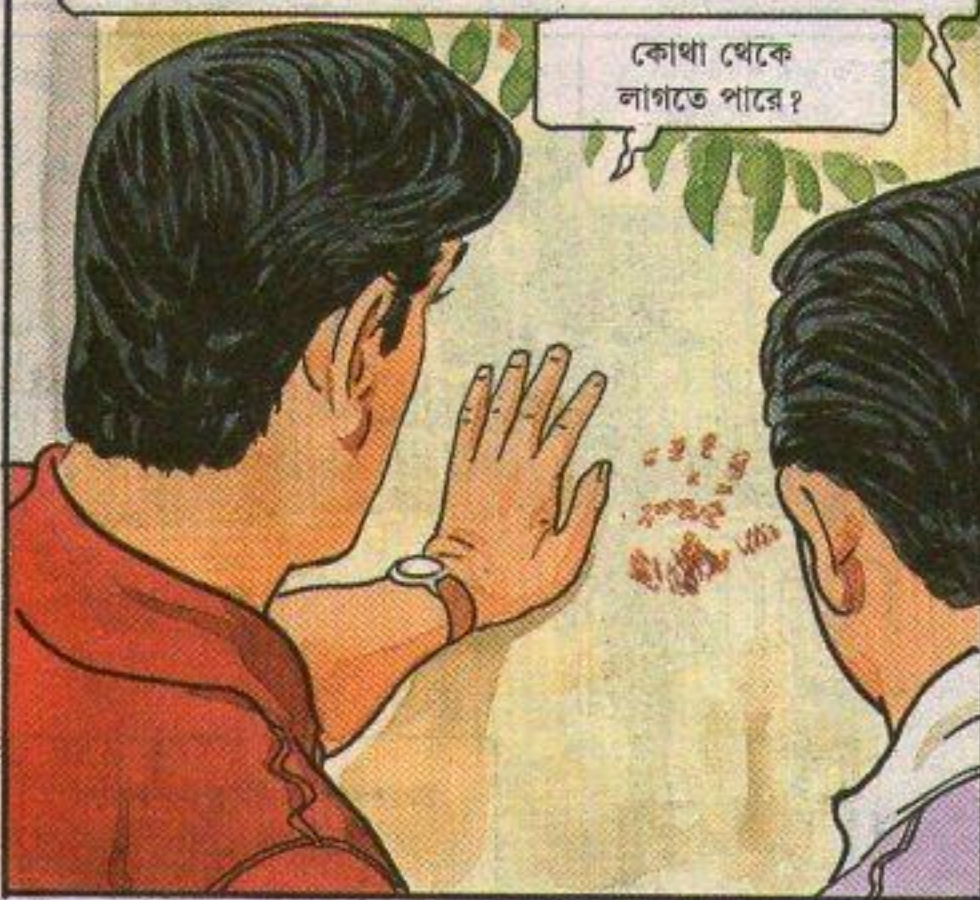
ইনস্পেক্টর নন্দীকে পরে বলে  
দিলেই হবে।





বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ... মানে কোনও ব্রাউন রং লেগে ছিল।

কোথা থেকে  
লাগতে পারে?



প্রভুলবাবুর ঘরের দরজার রং!

এগজ্যাক্টলি!



তার মানে, একজন বাচ্চা বাড়িতে-বাড়িতে গিয়ে শুধু  
ইজিপ্সিয়ান দেবদেবীর মূর্তি চুরি করছে?

দেখি, নীলমণিবাবুর নতুন করে  
কিছু চুরি গেল কিনা...!



আমি আগে!

আমাদের  
গেটে আগে  
কে যায় দেখি!

ক্রিং  
ক্রিং



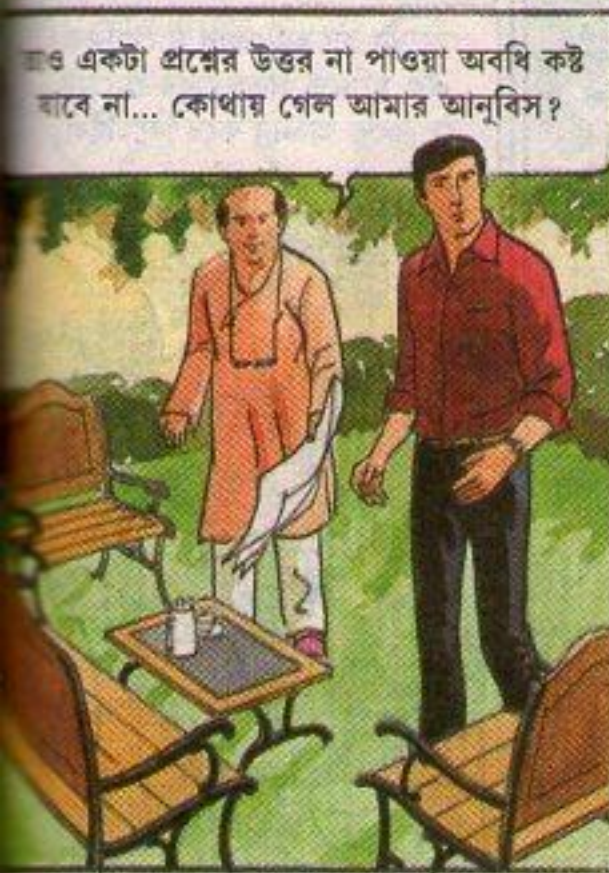




আসুন, আপনি শুনলে  
কী বলবেন জানি না...



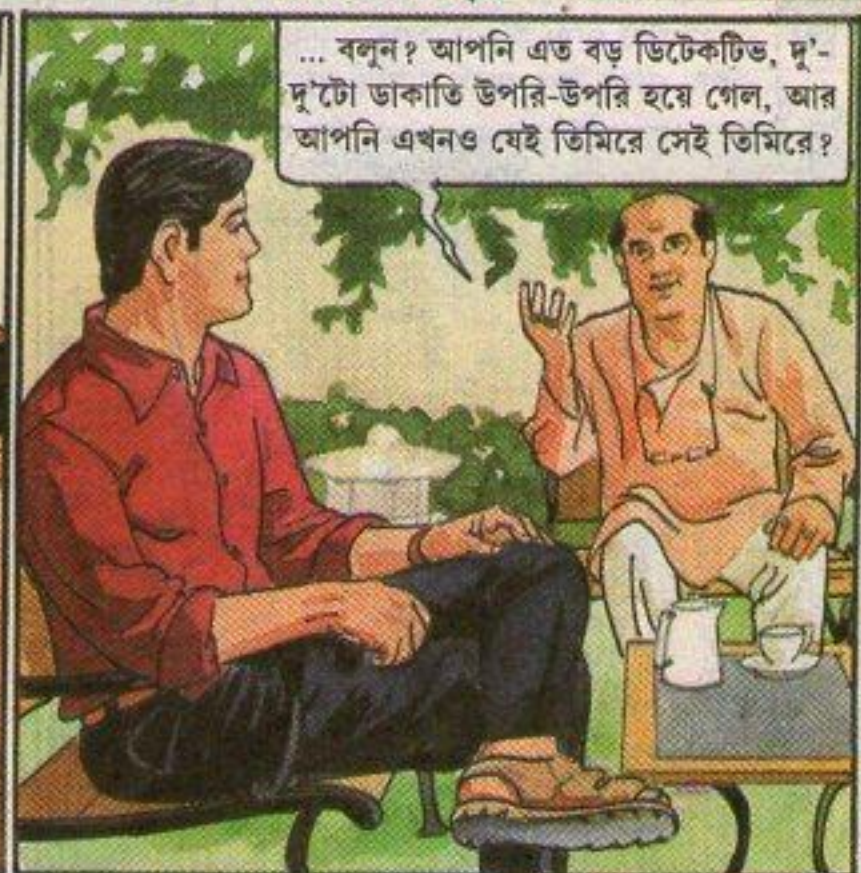
তবে আমার মনটা আজ কালকের  
চেয়ে কিছুটা হাল্কা। আমার মতো  
দুর্দশা যে আর-একজনেরও  
হয়েছে, সেটা ভেবে  
খানিকটা কষ্ট লাঘব হচ্ছে।



একটা প্রশ্নের উত্তর না পাওয়া অবধি কষ্ট  
হবে না... কোথায় গেল আমার আনুভূতি?



চা নিয়ে আয়।



... বলুন? আপনি এত বড় ডিটেকটিভ, দু'-  
দু'টো ডাকাতি উপরি-উপরি হয়ে গেল, আর  
আপনি এখনও যেই তিমিরে সেই তিমিরে?



আপনার ভাগনেটি  
কেমন আছে?

কে, বুন্টু? ও আজ অনেকটা  
ভাল। ওষুধে কাজ দিয়েছে...  
জ্বরটা অনেক কম।



আজ্ঞা, বাইরের কোনও ছেলেটোলে  
কি পাঁচিল উপকে এখানে আসে?

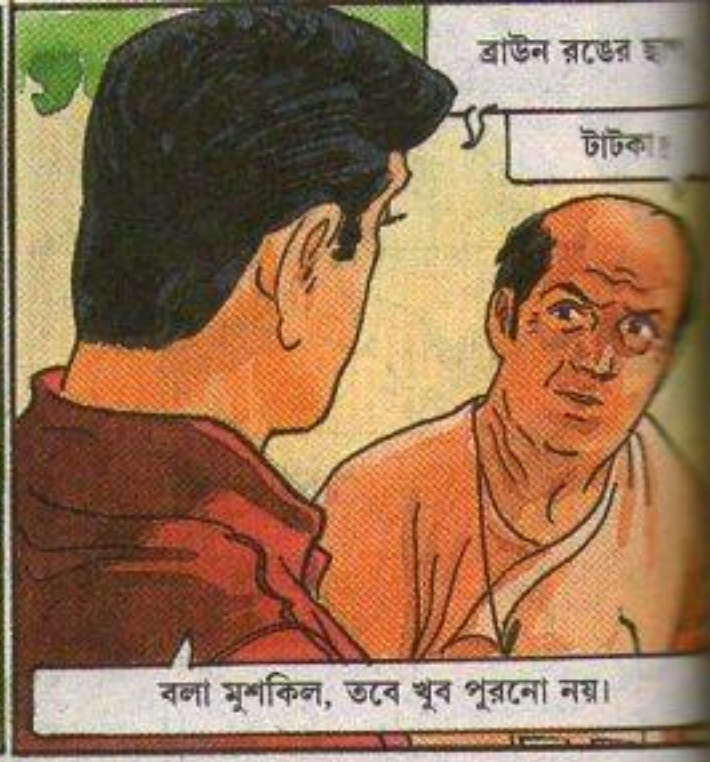
পাঁচিল উপকে?  
কেন বলুন তো?





আপনার পাঁচিলের বাইরের দিকটায় একটা  
বাচ্চা ছেলের হাতের ছাপ দেখছিলাম।

ছাপ মানে?  
কীরকম ছাপ?



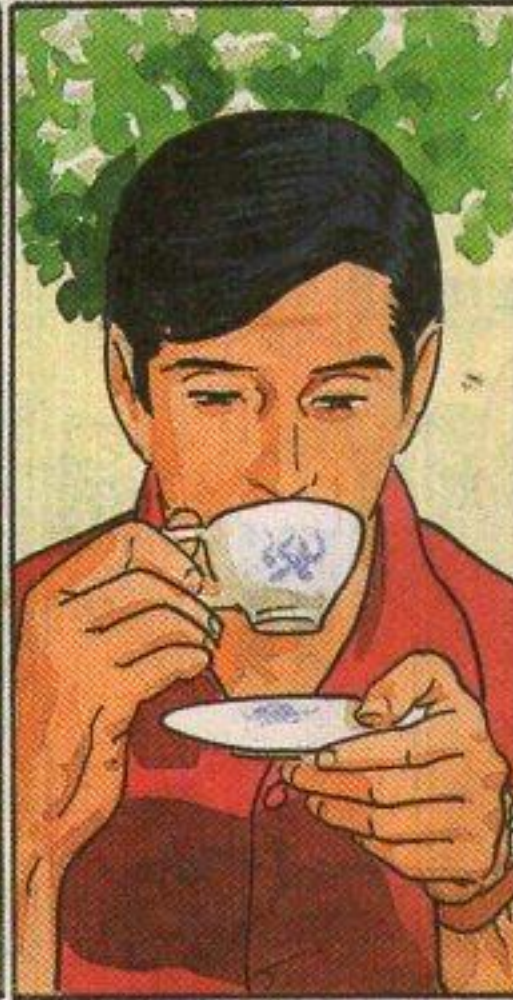
ব্রাউন রঙের ছাপ

টটকা

বলা মুশকিল, তবে খুব পুরনো নয়।



কই, কোনও দিন কোনও বাচ্চাকে আসতে  
দেখিনি। দু'টো ছোকরা আসে...  
শ্যামাসঙ্গীত গায়। অবশ্য ছেলেরা জামরুল  
গাছ থেকে ফল খেতে আসতে পারে।

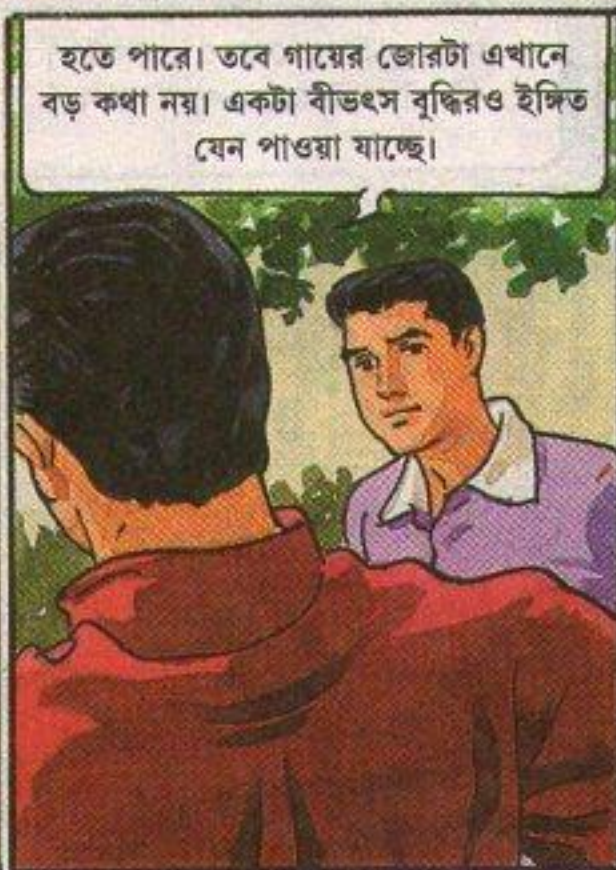


চোরের বিষয়ে আর কিছু  
জানতে পারলেন?

চোরের হাতের জোর সাংঘাতিক।  
এক ঘুসিতে প্রতুলবাবুর কাজের  
লোককে অজ্ঞান করে দিয়েছিল।



তা হলে এ চুরি, ও  
চুরি, এক চোরই  
করেছে বলছেন?



হতে পারে। তবে গায়ের জোরটা এখানে  
বড় কথা নয়। একটা বীভৎস বুদ্ধিরও ইঙ্গিত  
যেন পাওয়া যাচ্ছে।



আশা করি সে বুদ্ধিকে  
জন্ম করার মতো বুদ্ধি  
আপনার আছে। না হলে  
তো আমার মূর্তি পাওয়ার  
আশা ছাড়তে হয়।



আরও দু'টো দিন অপেক্ষা করুন। এক  
পর্যন্ত ফেলু মিস্ত্রিরের ডিফিট হয়নি



শ্যামাসঙ্গীত গাইছে যারা তারা কি এটা করতে পারে?

হতেও  
পারে।

কিন্তু একটা বাচ্চা  
ছেলের ঘুসির এত  
জোর যে, একটা  
ঘেড়ে লোক অজ্ঞান  
হয়ে যাবে?

বাচ্চা ছেলে ঘুসি  
না-ও মারতে পারে!

আচ্ছা... চুরিটা তো আগে  
নীলমণিবাবুর বাড়িতে  
হয়েছে। তা হলে সে চোর  
হুলবাবুর ওখান থেকে চুরি  
করে আবার এসেছিল  
নীলমণিবাবুর এখানে?

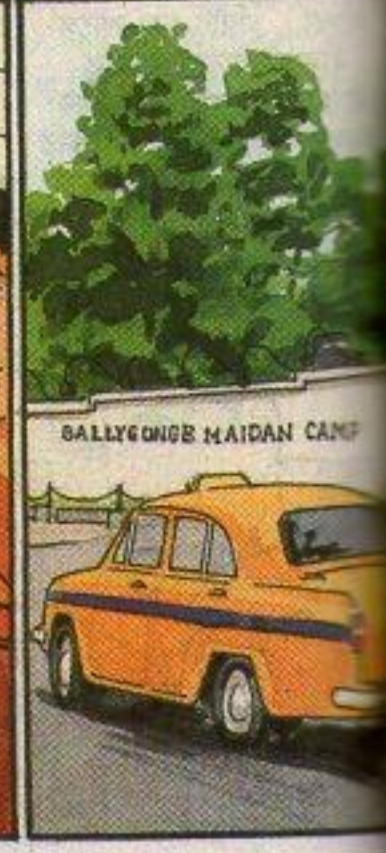
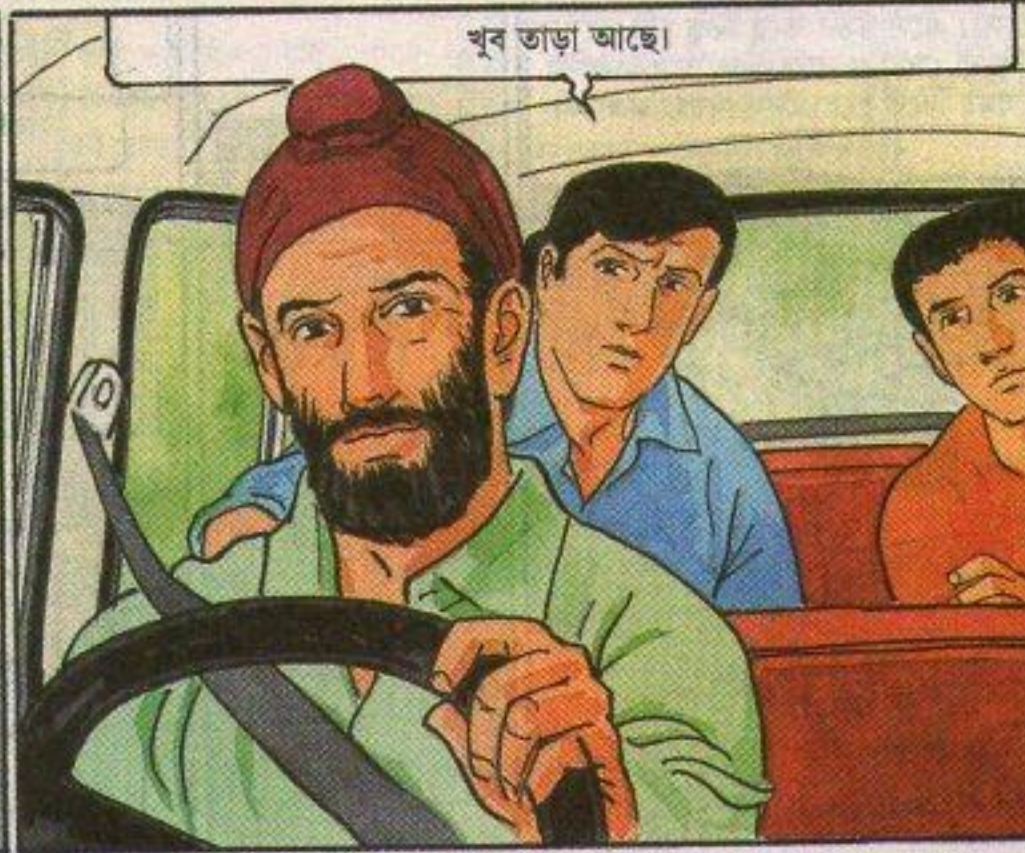
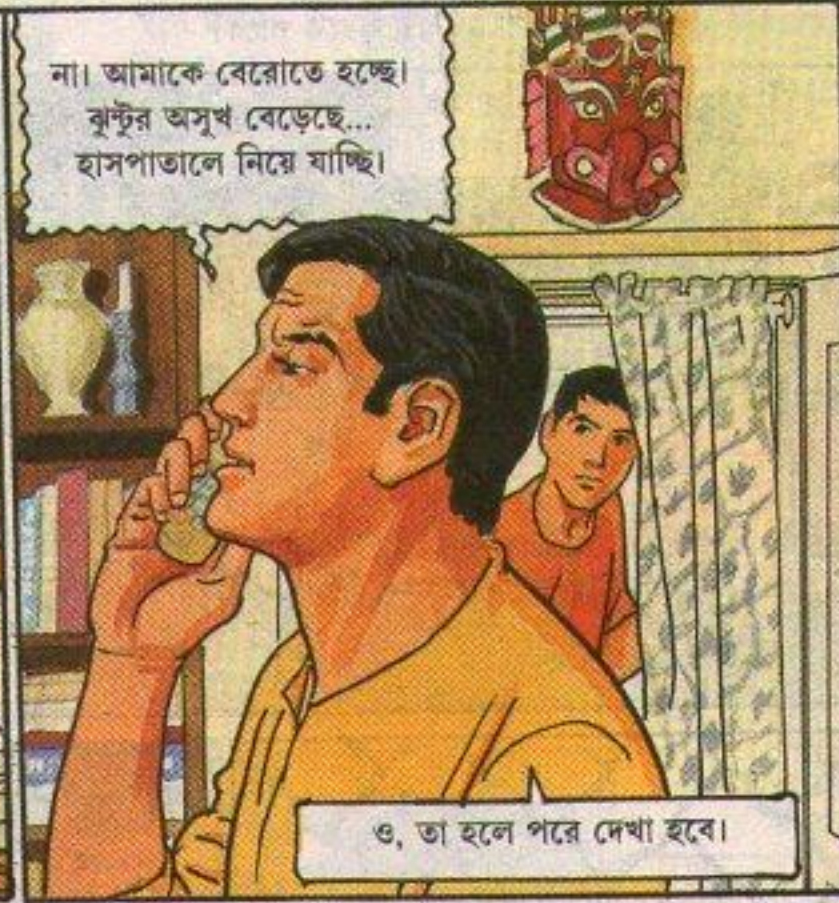
রহস্য! এসে নতুন করে কিছু চুরি করেছে  
কি না সেটা জানতে হলে আর-একদিন  
সময় দিতে হবে। দেখা যাক, কাল কী  
বলেন নীলমণিবাবু!

মিঃ সান্যাল?

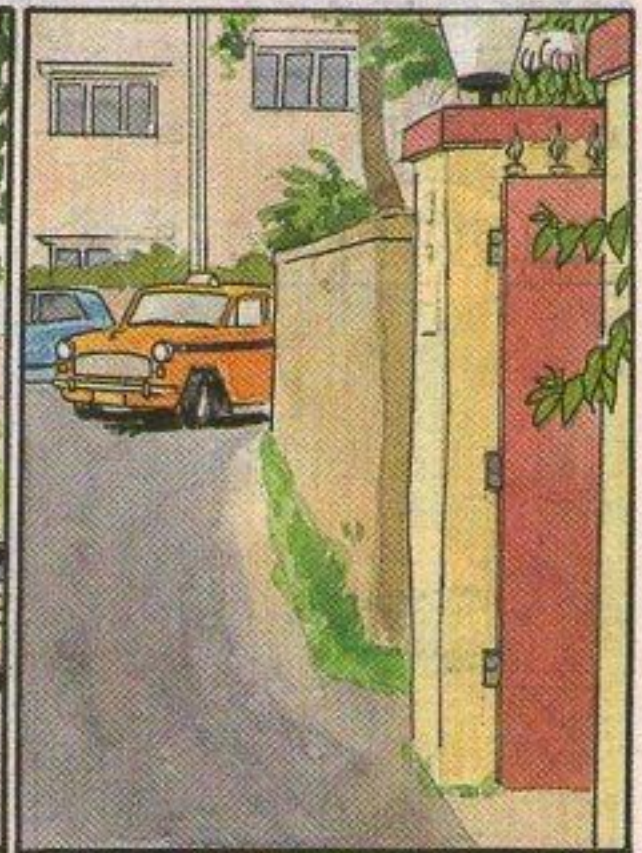
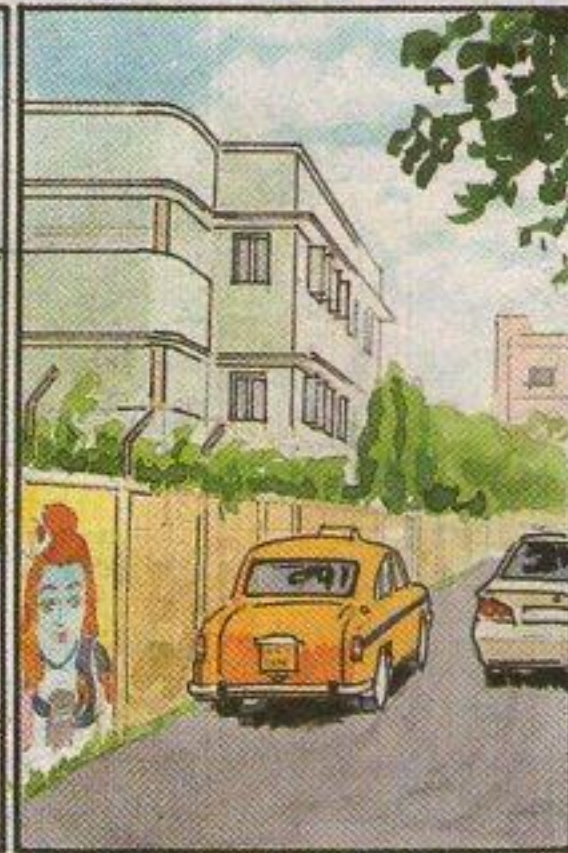
বলছি।

আপনার রহস্য  
সমাধান হয়ে  
গিয়েছে।

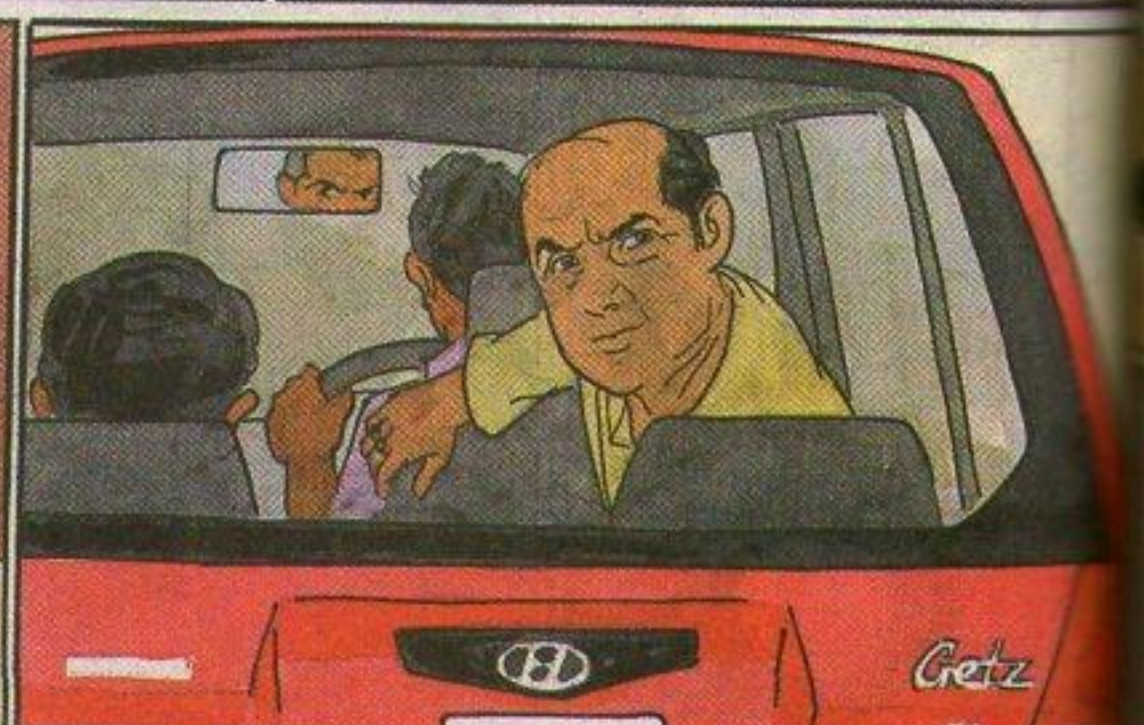
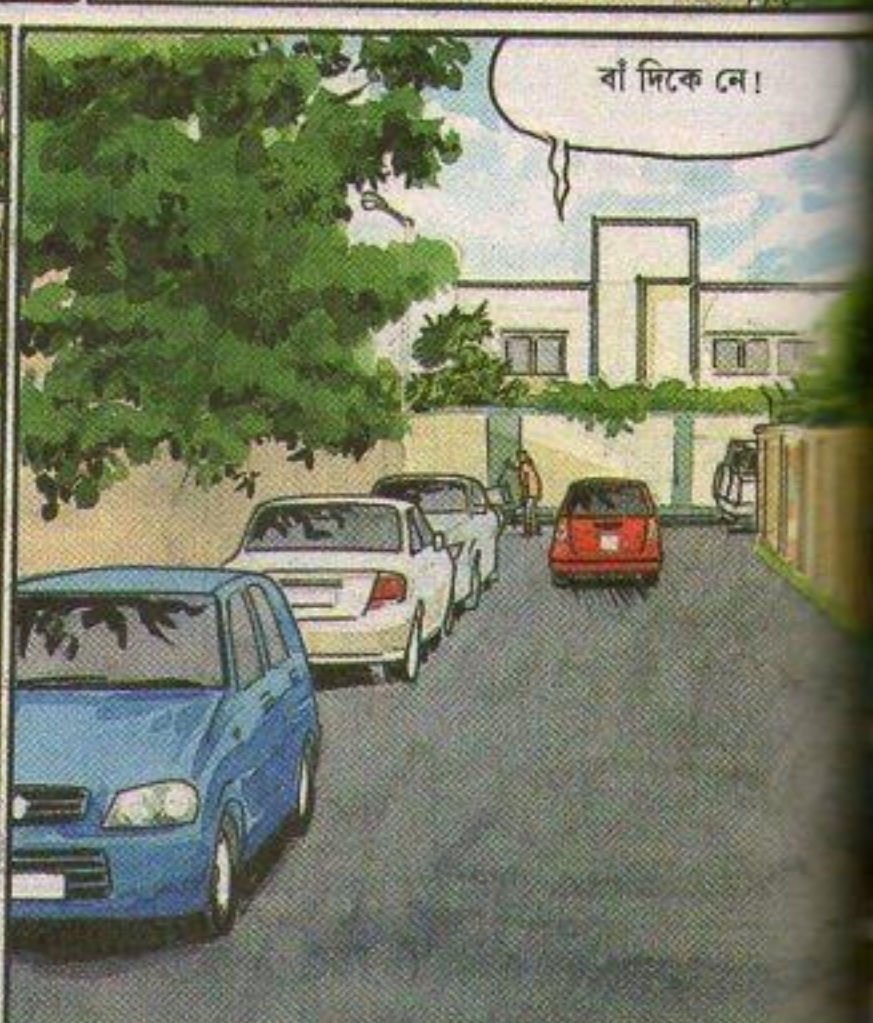
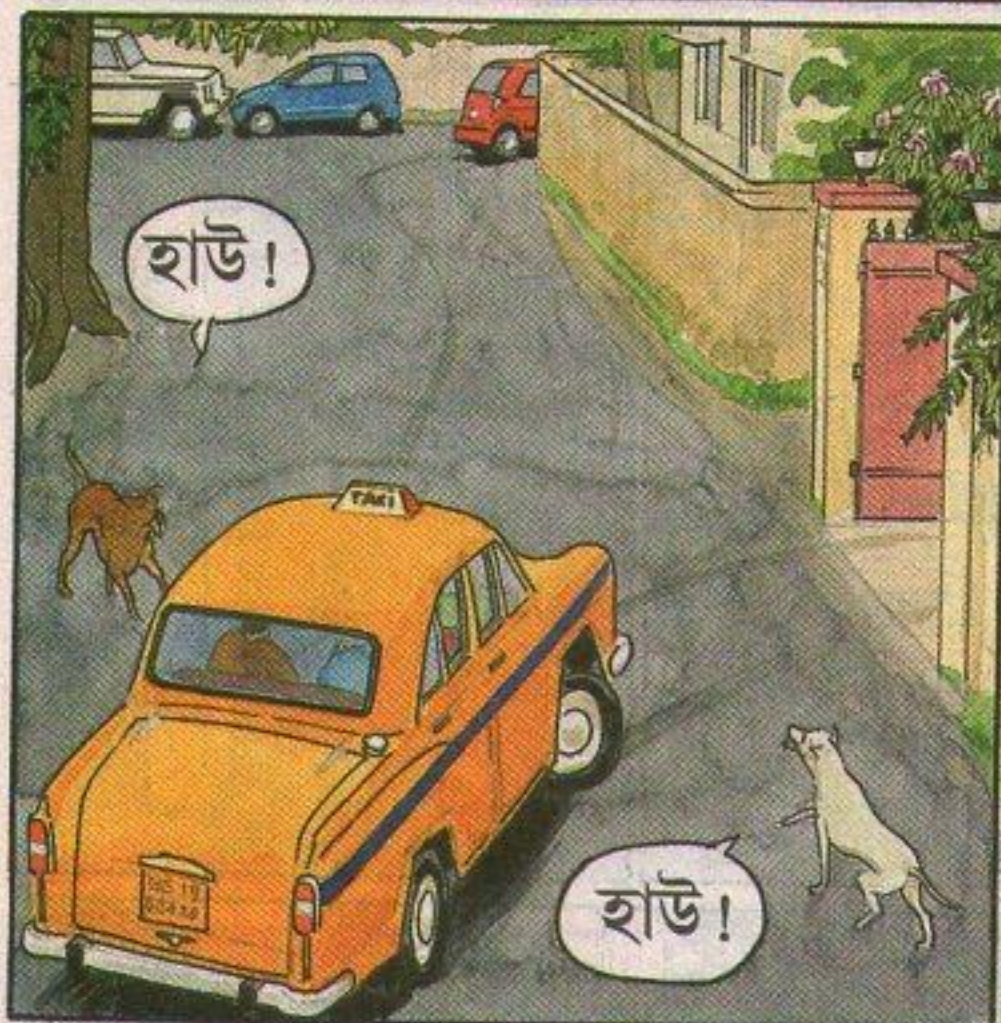
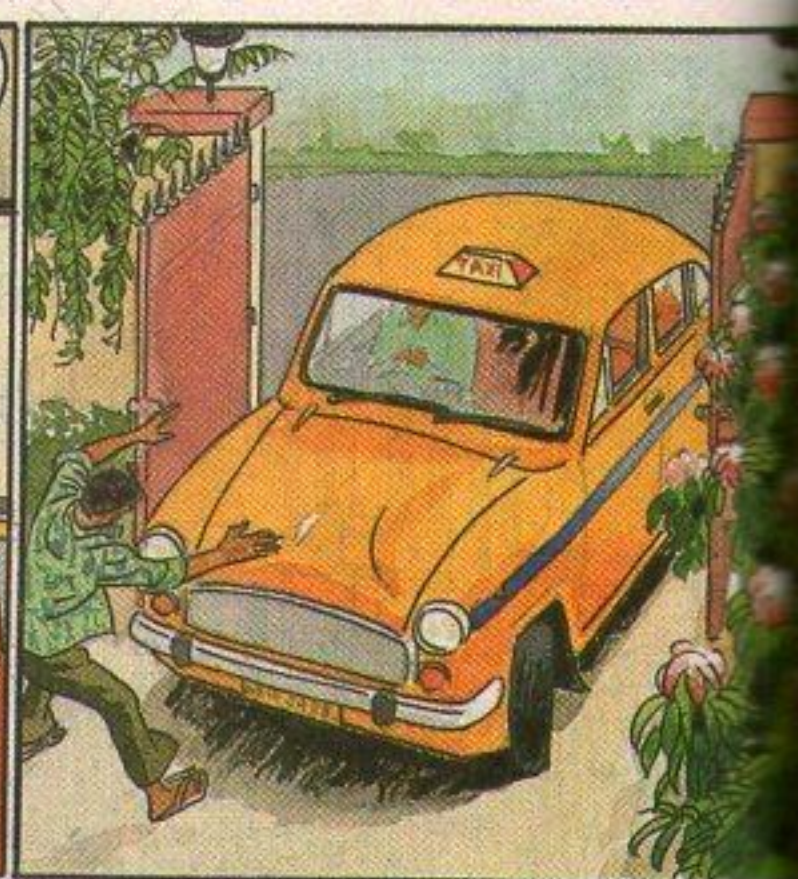




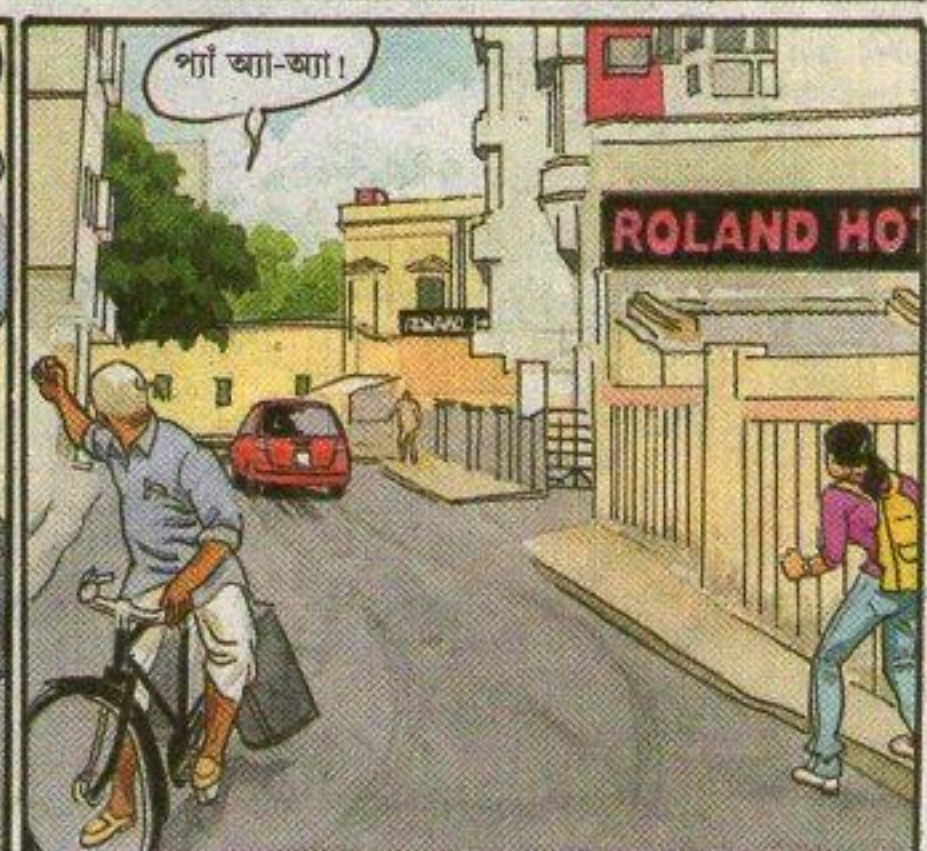
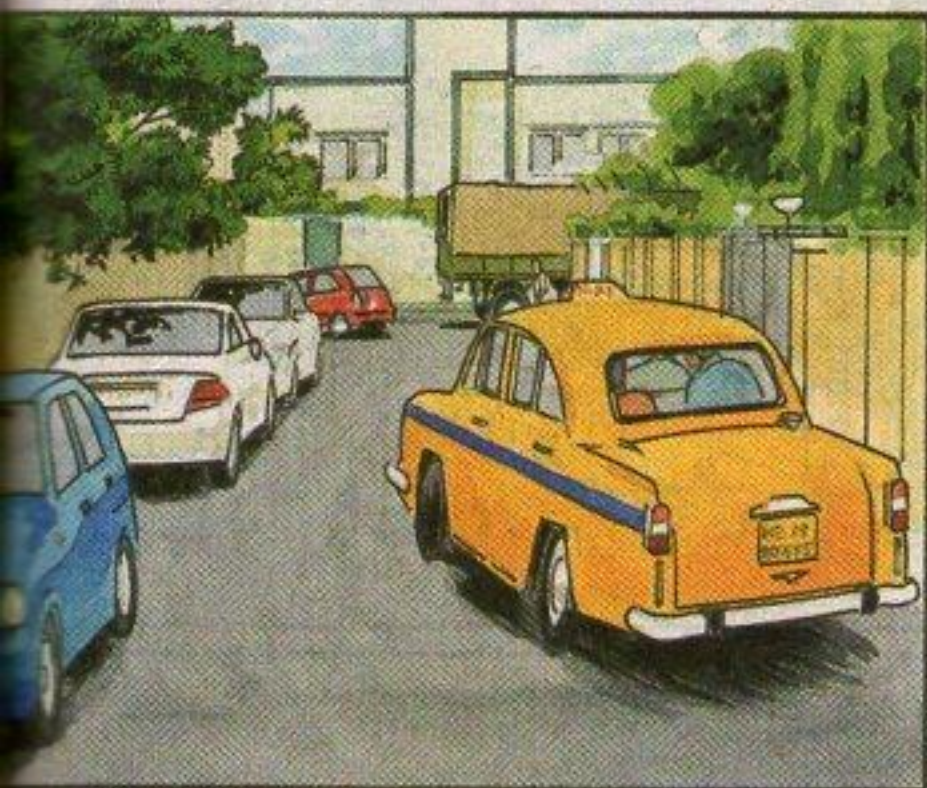




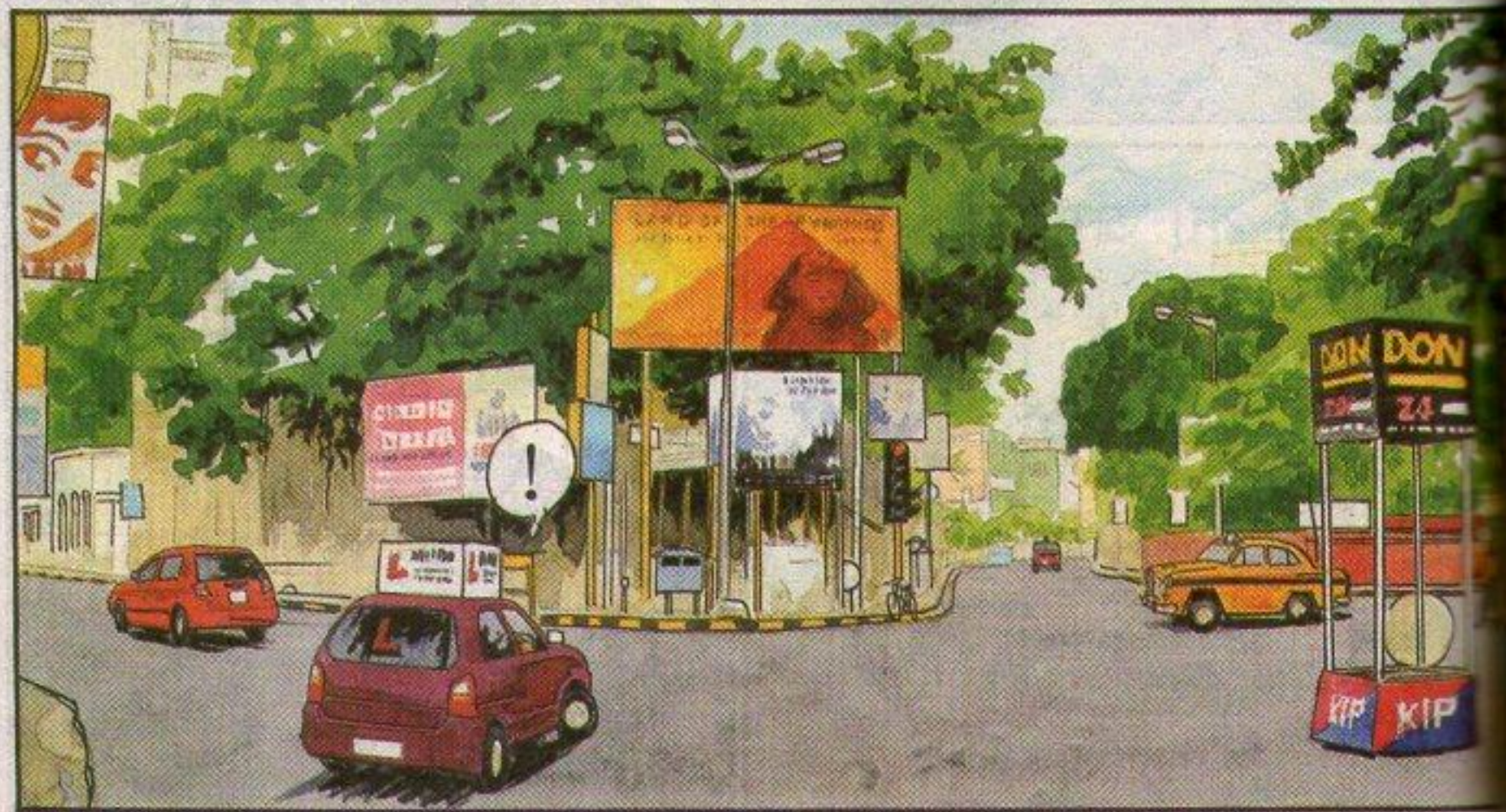
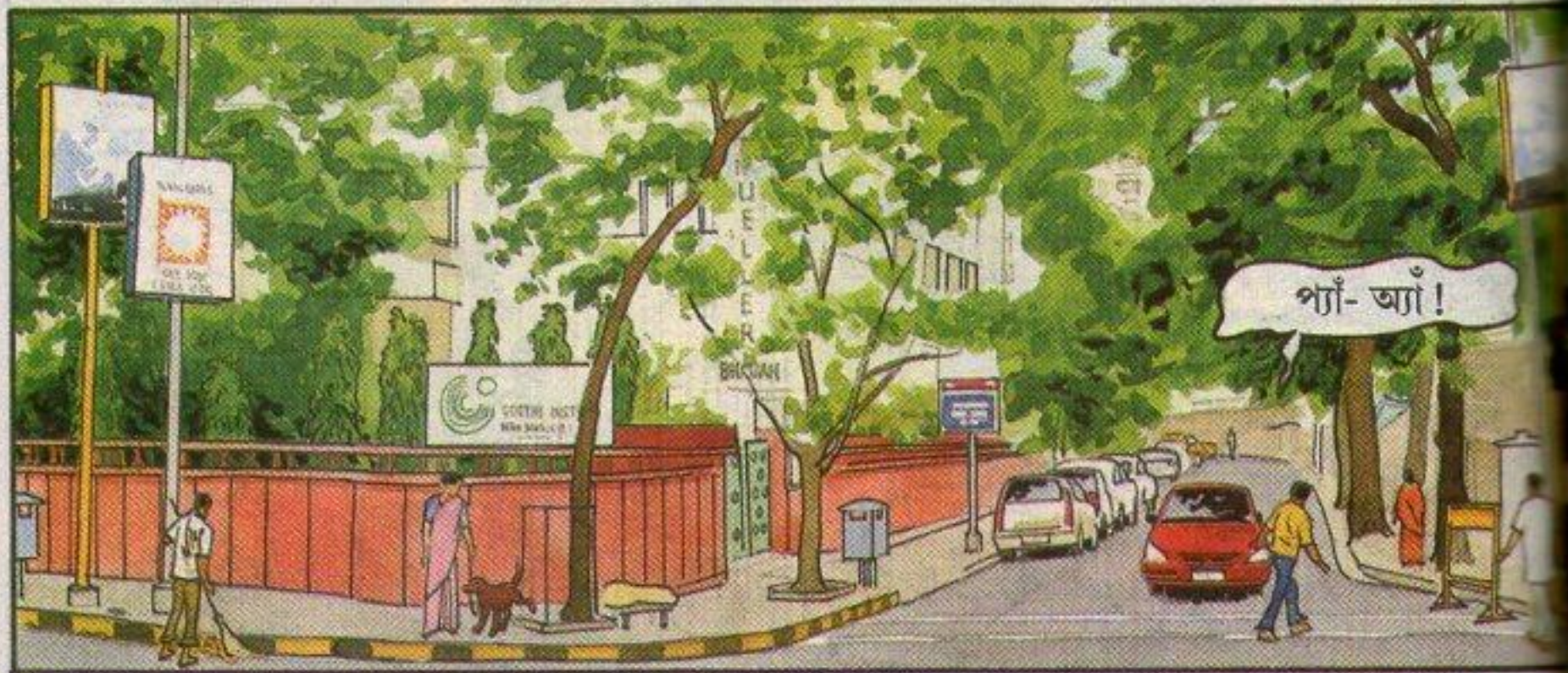
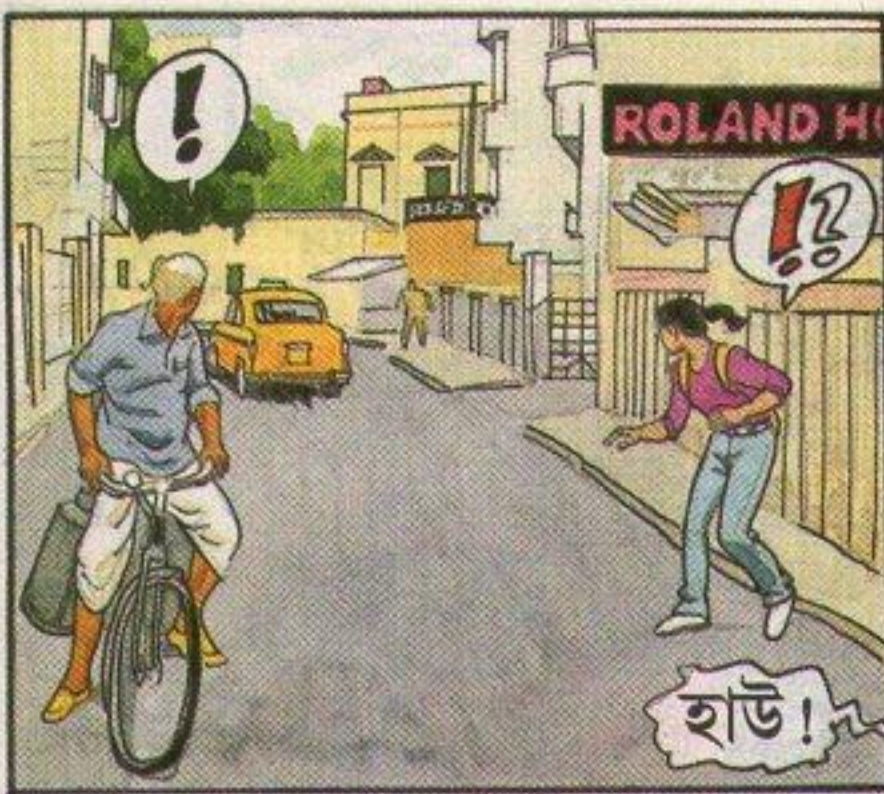




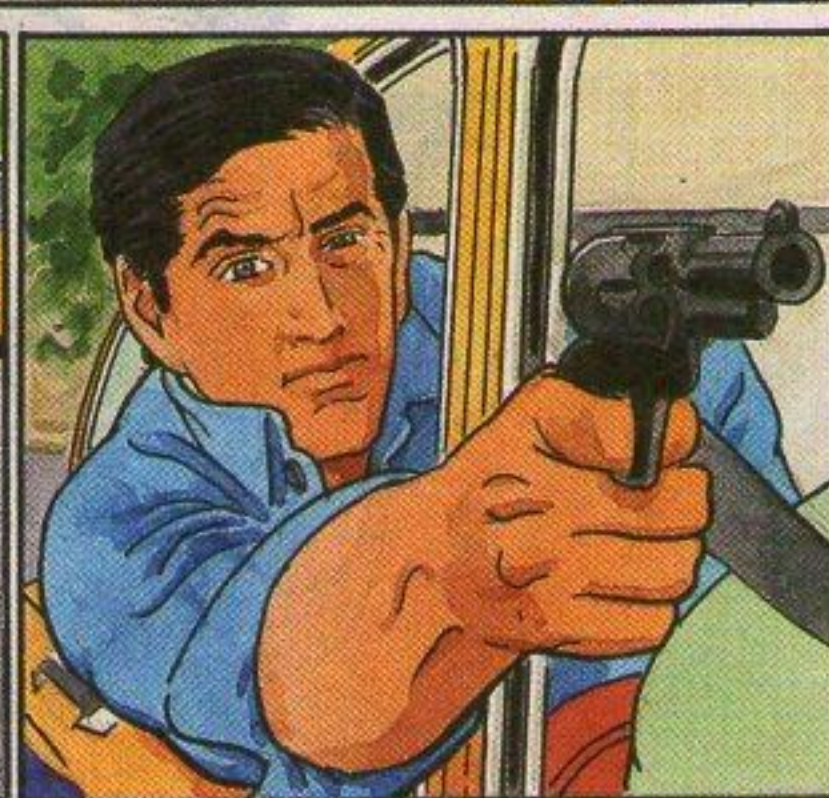
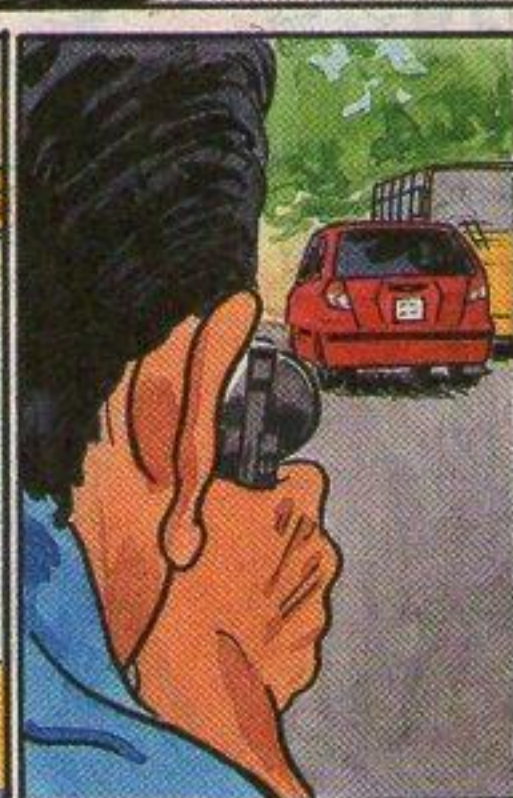
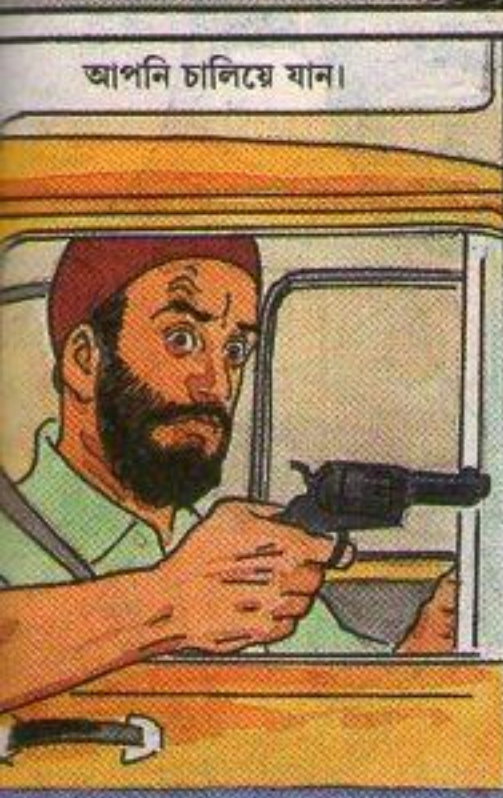
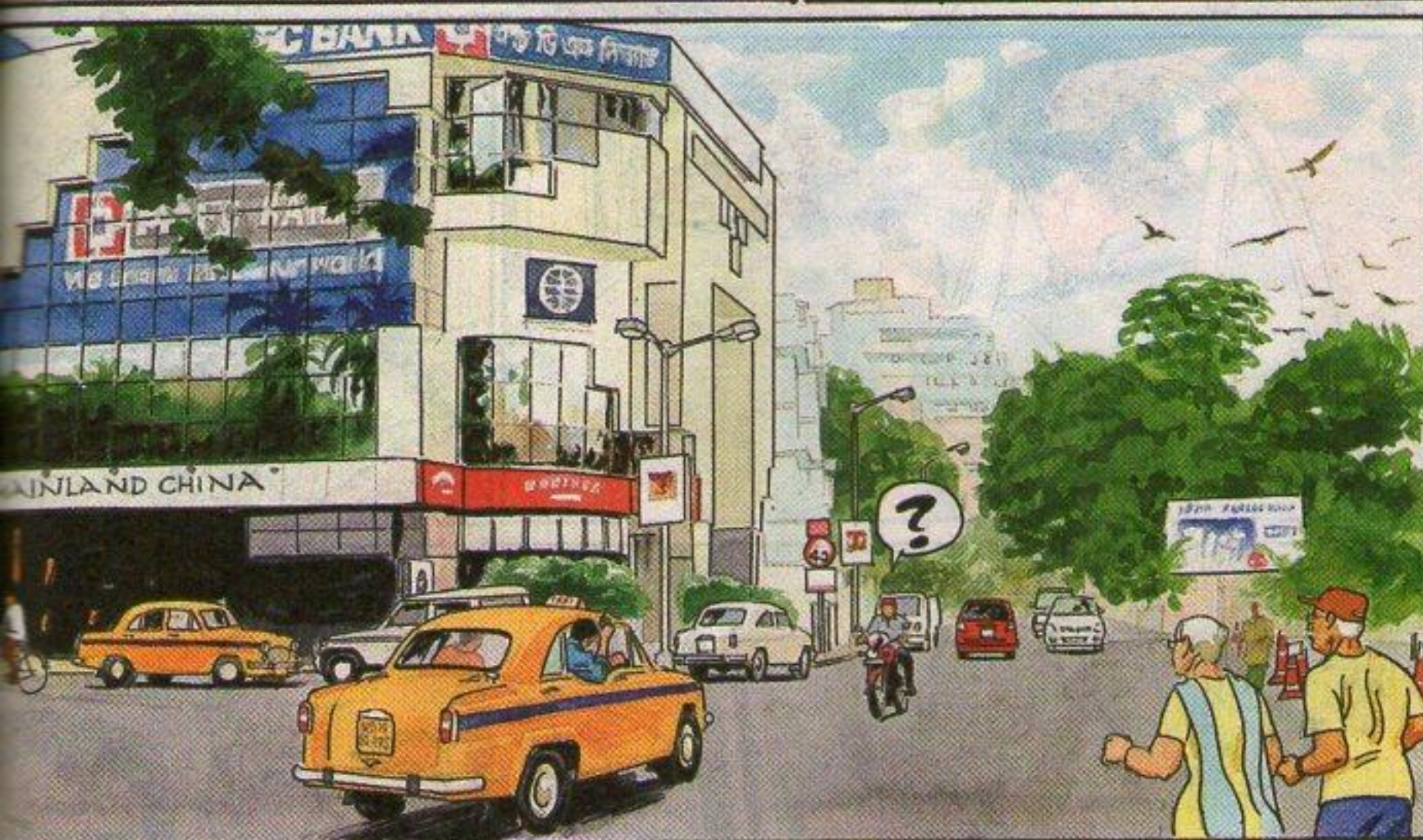




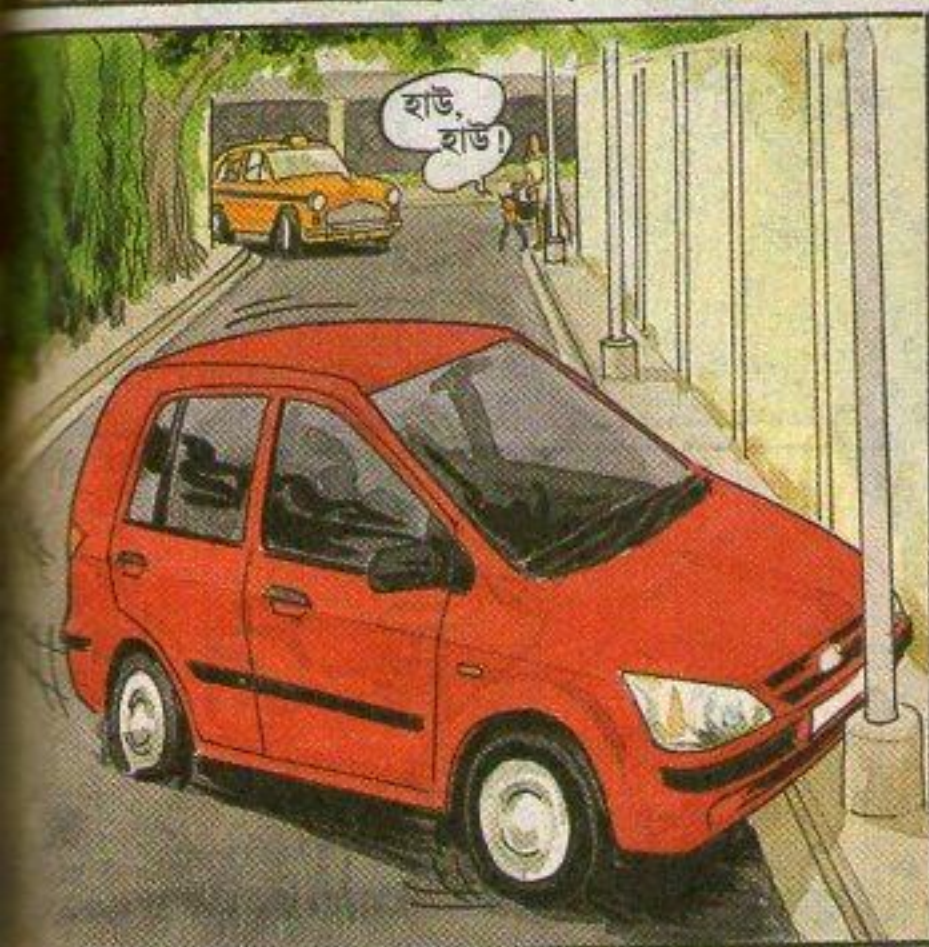
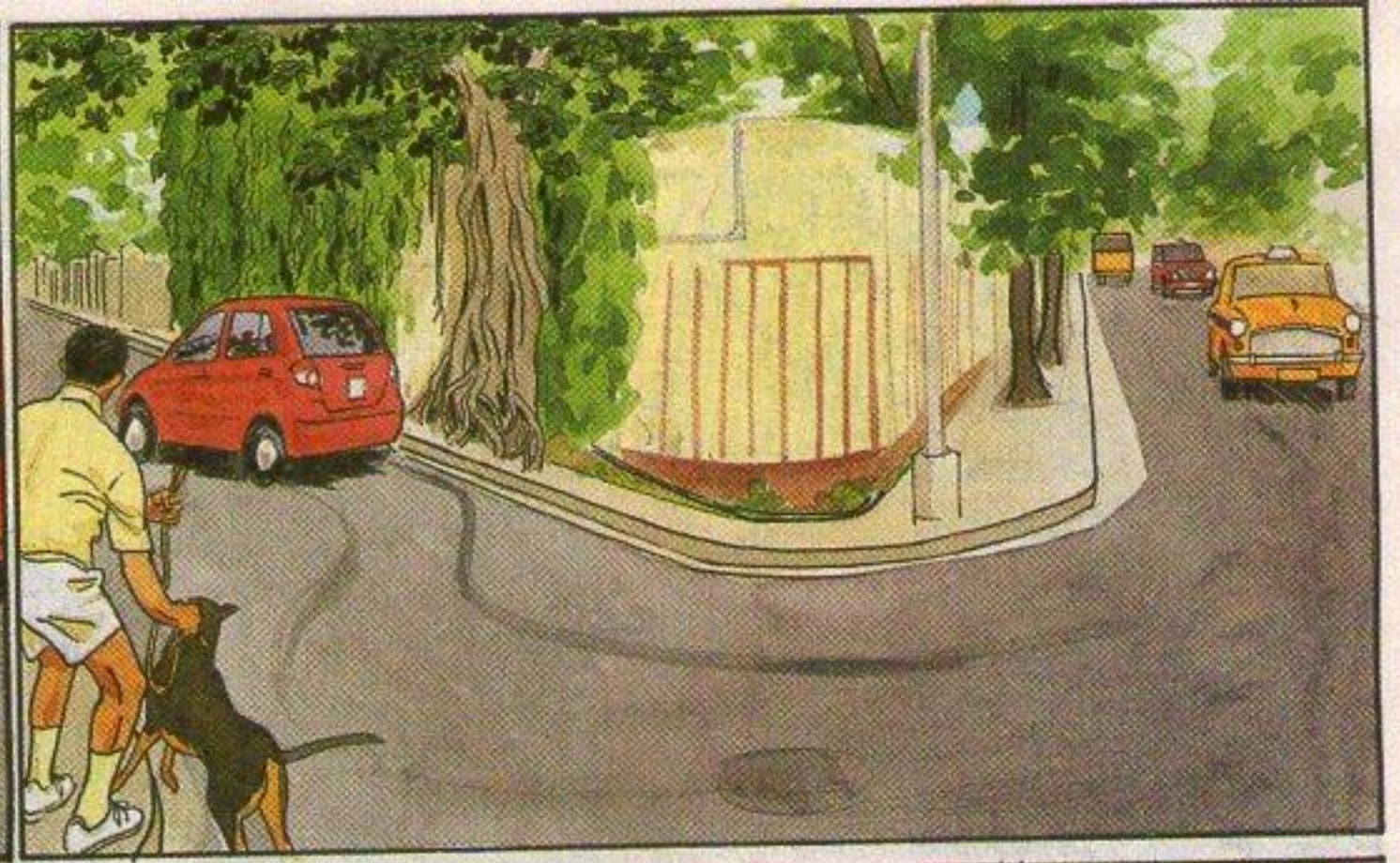
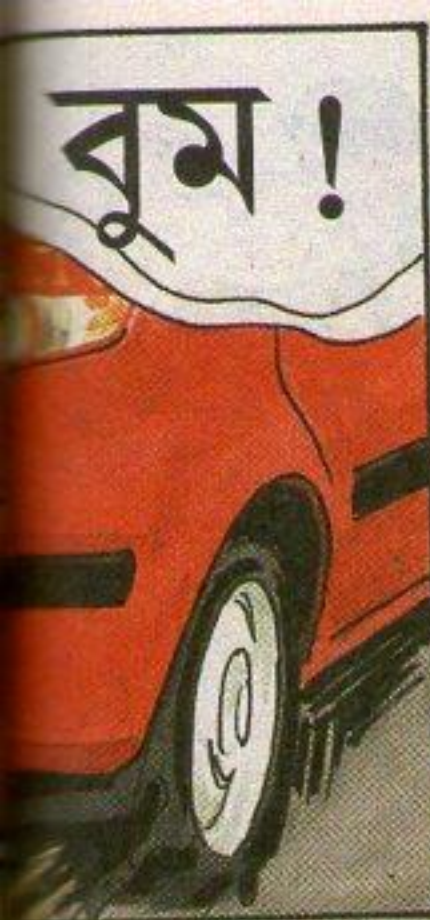




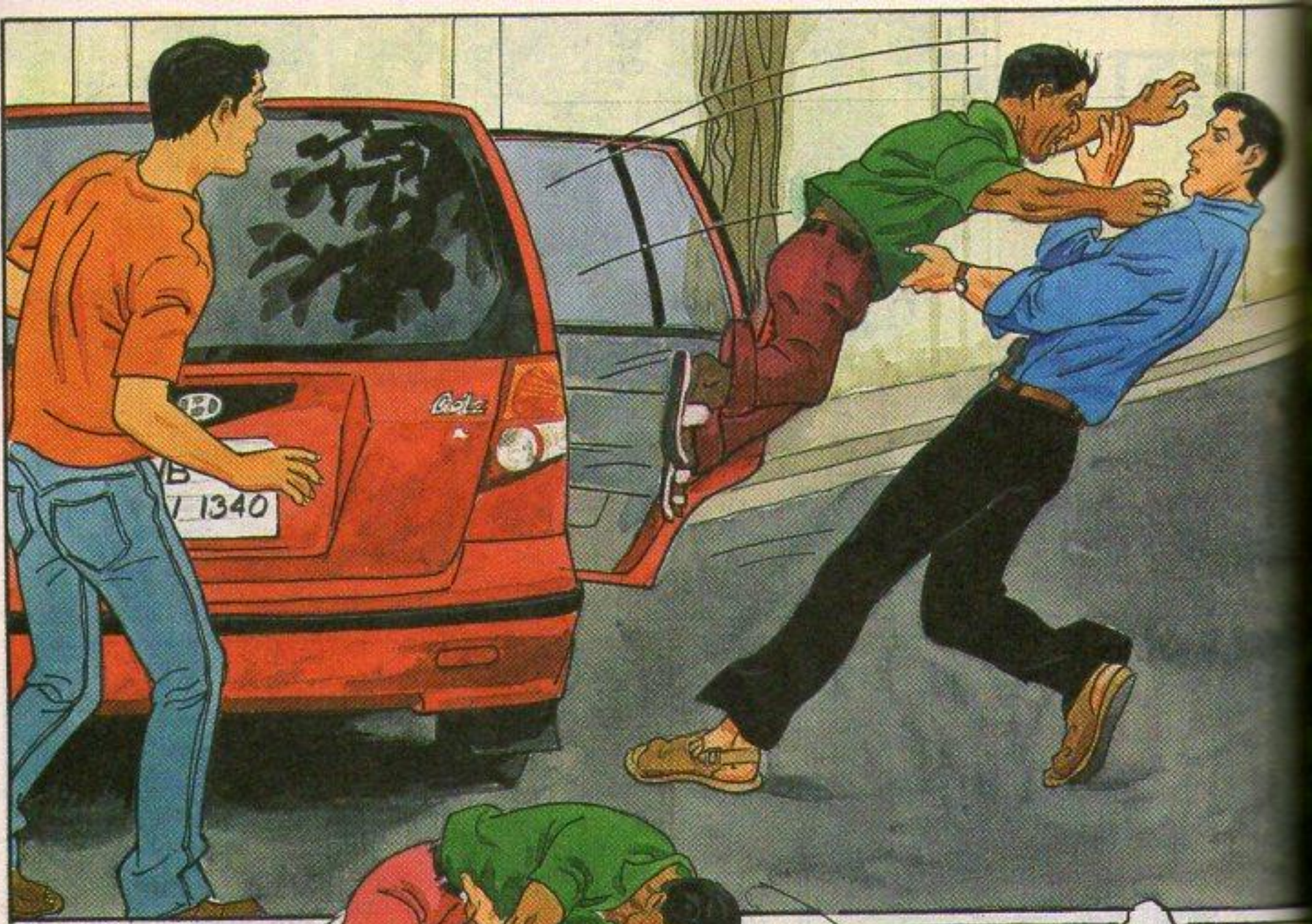




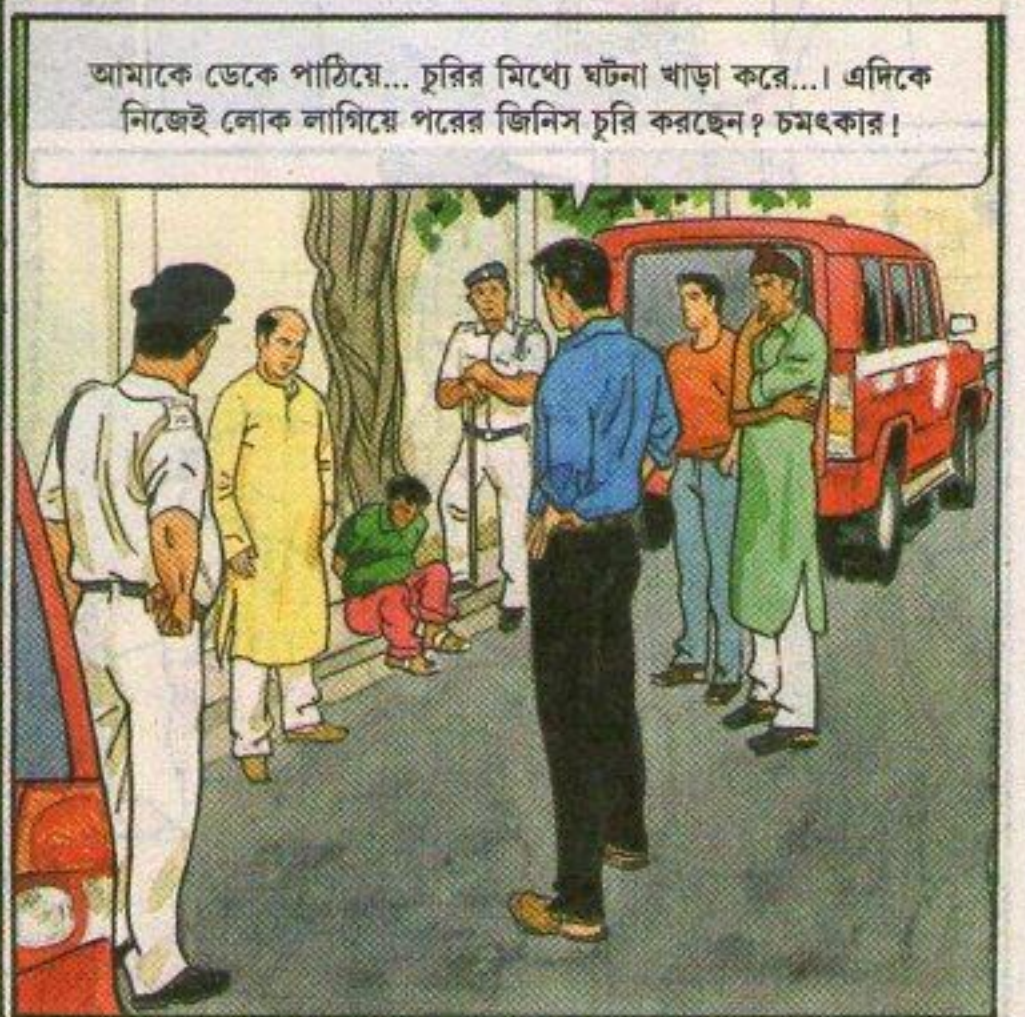
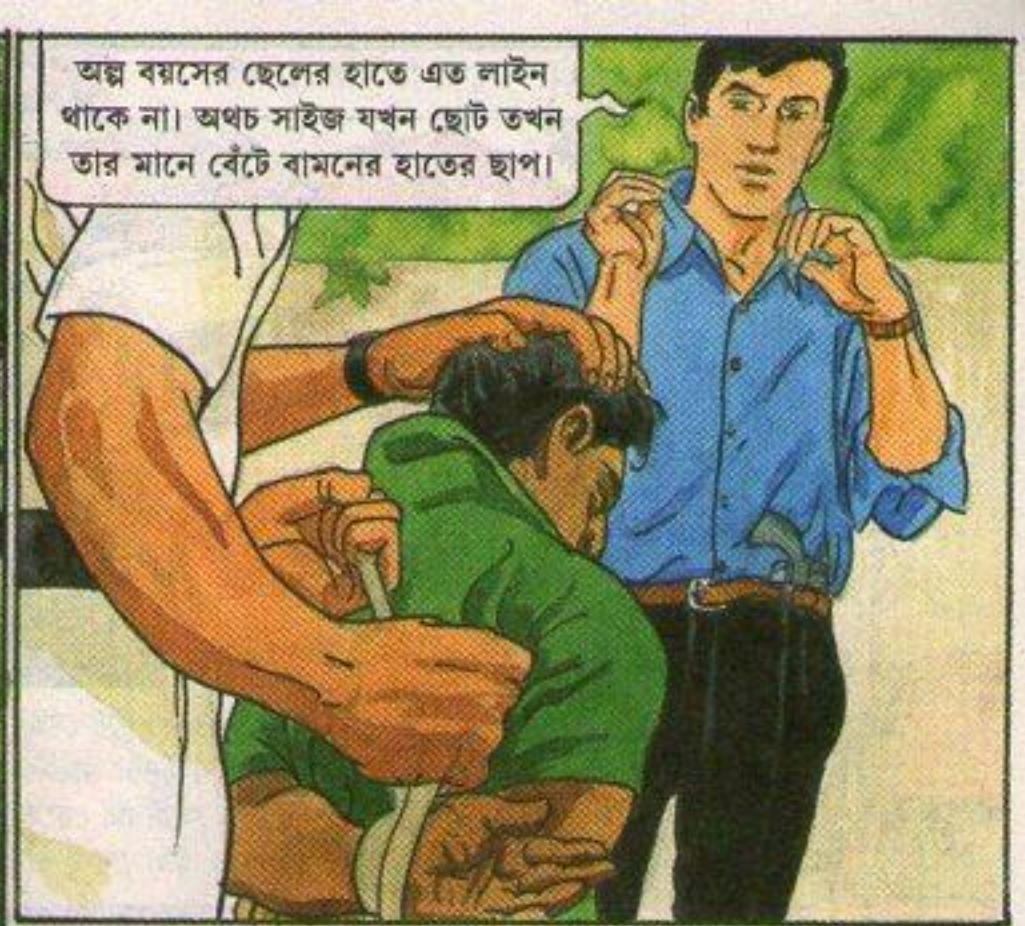
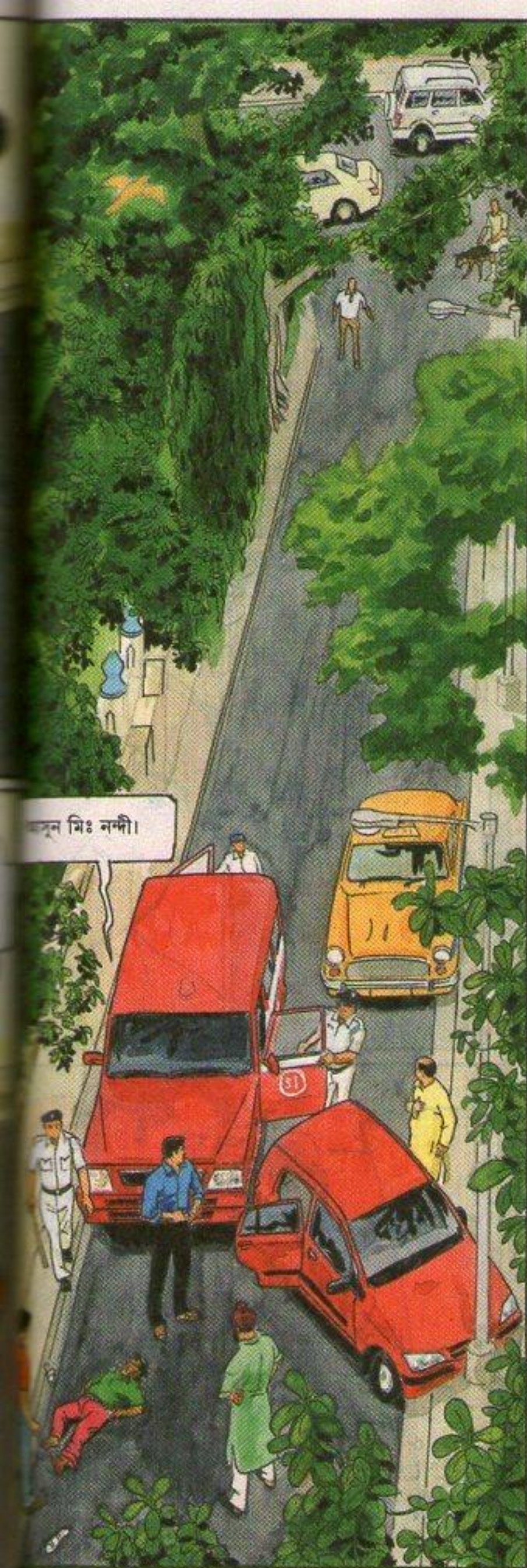














বাড়িতে থাকে দেখলাম সে কি সেই ভিখিরি ছেলেটি?

আপনার বুদ্ধির তারিফ না করে পারা যাবে না

মিশরের প্রাচীন জিনিসের উপর  
একটা নেশা ধরে গিয়েছে। প্রচুর  
পড়াশুনো করেছি এই নিয়ে।  
সাথে কী প্রতুল দত্তের উপর  
হিংসা হয়েছিল!

হঁ!

আপনার ভাগনে নেই। ছেলেটি গাইত  
আর বামনটা খঞ্জনি বাজাত। চুরির  
টাইমে খঞ্জনিটা ছেলেটার হাতে দিয়ে  
যেত এবং সে-ই বাজাতে থাকত।

অতি লোভে শুধু তাঁতিই নষ্ট  
হয় না, বামনও হয়। এবার  
আমার রিওয়ার্ডটা...

রিওয়ার্ড?

থ্যাক ইউ!

(সমাপ্ত)